খোদিত অক্ষরসকল তুলিয়া লওয়াতে ঐ অট্টালিকার বিরূপ ও বিনষ্টকরণের অপরাধে পতিত হইয়াছে।…

গত ২৮ আপ্রিল তারিখে কএক জন নীলকর সাহেব গমনকরত তথা হইতে মর্ম্মর প্রস্তর খুলিয়া লইলেন। এই অপরাধ মার্জনীয় নহে যেহেতুক ঐ প্রস্তরের মূল্যেতে তদ্গ্রাহকেরদের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে না অথচ ঐ সকল প্রস্তর অট্টালিকার ছাদরক্ষক এক অঙ্গ তাহা এতদ্রূপে ভগ্ন করিয়া লওয়াতে অতিশীঘ্রই ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে।

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—বিহিত সম্বোধন পূর্ব্বক নিবেদং যেতৎ। সম্প্রতি এতদ্দেশে এক মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইউরোপীয় যে মহাশয়রা এইদেশে চিনি প্রস্তুত করণের বাণিজ্যোৎসাহী হইয়া নানা স্থানে তাহার কারখানা করিয়া ঐ বাণিজ্যের বিস্তার করিয়াছেন এইক্ষণে উত্তম চিনি প্রায় চতুরাংশের তিন অংশ তাঁহারদিগের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। ঐ মহাশয়রা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি পরাধীন অক্ষম ব্যক্তিরদের প্রতি একেবারে করুণানয়নমুদ্রিত পূর্ব্বক স্থূললাভ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বং বাণিজ্য বৃক্ষমূলে অস্মদাদির ধর্ম্মনাশ বারি সেচন করিতেছেন অর্থাৎ গবাস্থি প্রভৃতি হিন্দুরদিগের অস্পৃশ্যকার্য্য দ্রব্যের দ্বারা বাণিজ্য দ্রব্যের পারিপাট্য ও পরিষ্কার করিতেছেন এমত রাষ্ট্র হওয়াতে প্রায় এতদ্দেশীয় তাবৎ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিরা শর্করোদ্ভব দ্রব্যত্যাগী হইয়াছেন এবং এইপ্রযুক্ত অত্রস্থ নিম্ন পরিশ্রমোপজীবি মোদক প্রভৃতি ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন অবিক্রয় হওয়াতে অতিদুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এতাদৃশ অত্যাচার উক্ত বাণিজ্যকারি মহাশয়েরদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতুক তাঁহারা রাজার জাতি যা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন বটে কিন্তু অস্মদ্দেশাধিপতিরদের এতদ্রূপ দৌরাত্ম্য দূর না করা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যেহেতু প্রাচীন সময়ে অর্থাৎ যৎকালে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির এতদ্দেশে রাজ্যলাভ হয় তৎকালে এইপ্রদেশ জবনাধীন ছিল এবং তাঁহারদিগের দোর্দণ্ড প্রচণ্ডপ্রতাপ মার্ত্তণ্ড প্রখর প্রতিভা এরূপ ছিল না যে অন্য কোন দেশাধিপতি তাহা নিবারণপূর্ব্বক এদেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যে উক্ত জবনেরদের হিন্দু ধর্ম্মাঘাতিত্ব স্বভাবে সনাতন ধর্ম্মভূষণ মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ও মহারাজ রাজবল্লভ রায় প্রভৃতি বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তিরা জবন দৌরাত্ম্যে স্বীয়২ ধর্ম্মরক্ষণে অনন্যোপায় নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রকাশে ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের শরণাগত হইয়া বিবিধ কৌশলে ছলে এই সুবিস্তার সুসমৃদ্ধ রাজ্য এই আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারদিগের অধীন করিয়া দেন যে তাঁহারা এই দেশের রাজা হইয়া রাজধর্ম্মানুসারে সর্ব্বধর্ম্ম প্রতি সমস্নেহ প্রকাশ করিবেন বিশেষত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিবেন যেহেতুক উক্ত মহাশয়রা কেবল স্বীয় ধর্ম্মরক্ষার্থে শাস্ত্রসিদ্ধ জবনেরদের

বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। হে সম্পাদক এইক্ষণে কি দেশাধিপতি মহাশয়রা হিন্দুরদের প্রতি সে স্নেহ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন যে এইরূপ অত্যাচার অর্থাৎ হিন্দুরদিগের প্রধান খাদ্য দ্রব্য শর্করাদিতে গো অস্থি মিশ্রিত করণ বিষয়ে শাসনাজ্ঞা করেন না এমত হইবে না। যা হউক মহাশয় এতৎপত্র দর্পণাপর্ণে চিরবাধিত করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা উভয়ের স্বগোচর করাইবেন। বহুবাজার নিবাসি কতিপয় দর্পণপাঠকস্য।

(৯ জুন ১৮৩৮। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

দ্বীপান্তরে কুলিরদের প্রেরণ।—পাঠক মহাশয়েরা অবগত থাকিবেন যে কএক বৎসরাবধি ভূরি২ কুলি লোক বিশেষতঃ পর্ব্বতীয় ধাঙ্গড় কুলিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে এবং আমেরিকান্তঃপাতি টাপু উপদ্বীপে বাহুল্যরূপে কলিকাতাহইতে পাঠান যাইতেছে এবং গত ১২ মাসের মধ্যে এতাদৃশ প্রেরিত লোকেরদের সংখ্যা ৫৭৮৬ এবং তাহারদের সঙ্গে ১০০ স্ত্রী লোক প্রেরিত হয়। এই বিষয় ইঙ্গলণ্ডদেশে পার্লিমেণ্টে আন্দোলন হওয়াতে তাঁহারা এই ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত দোষার্পণ করিয়াছেন এবং ঐ দোষ যথার্থও বটে যেহেতুক ঐ দীনহীন লোকেরদিগের আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা দেওয়া যাইবে এমত লোভ দেখাইয়া তাহারদের বাসস্থান হইতে আনয়ন করে শেষে তাহারা প্রায় কিছুই পায় না যে দফাদারেরা তাহারদিগকে যোটাইয়া দেয় তাহারা ঐ বেতনের চারি অংশের তিন অংশ হাত মারে এবং কোন২ কুলিরদের এমত দুরবস্থা হইয়াছে যে জাহাজে উঠিবার সময়ে কেবল একটি কি দুইটি টাকা পায় কোন সময়ে এমতও হইতেছে যে তাহারা পলাইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির আবশ্যকতা হওয়াতে দফাদার কলিকাতা শহরের মধ্যে যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া জাহাজে পাঠায় এবং যে সকল স্ত্রী প্রেরিত হয় তাহারদের মধ্যে অত্যল্প স্ত্রী ঐ কুলিরদের বিবাহিতা কিন্তু অধিকাংশ কলিকাতাস্থ বেশ্যালয়ের ত্যাজ্য দুর্ভাগারা।

ইত্যাদি ব্যাপারে অনিষ্ট নিবারণার্থ পোলীসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব বাণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা কুলি লোকেরদিগকে আগাম ৪ মাসের অধিক মাহিয়ানা দিবা না তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন কিন্তু দফাদারেরা দেখিলেন যে তাহাতে আমারদের লাভের ন্যূনতা হয় এইপ্রযুক্ত আগাম ৬ মাসের মাহিয়ানা না পাইলে দফাদারেরা কুলি দিতে স্বীকার করিল না তৎপ্রযুক্ত বাণিজ্যকারি সাহেবেরদের সুতরাং তাহাই স্বীকার করিতে হইল। এই ব্যাপার অল্পকালের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিবেচিত হইবে। এই বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক আছি অতএব পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি ইহার কোন প্রামাণিক বার্ত্তা প্রেরণ করেন তাহাতে আমরা উপকৃত হইব।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাল্গুন ১২৪৫)

আমারদিগের ইংলণ্ডীয় বন্ধু মধ্যে এইক্ষণে নূতন২ বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা প্রকাশিত যাহাতে হয় এতাদৃশ উৎসাহ হইয়াছে এপ্রদেশে বিদ্যা ও সভ্যতা যদ্রূপে বৃদ্ধি হয় তৎ চেষ্টা বিষয়ে ন্যূনতা নহে পরন্তু দেশের রীতি ও বিদ্যা বর্দ্ধন বিষয় কিয়ৎ মিথ্যা ধর্ম্মাবলম্বনে হ্রাস হইতে পারে এতদ্দেশস্থ লোকদিগের রীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ হইয়াছে তাহার নিরূপণ এই যে কলিকাতার পশ্চিমাংশে প্রায়ঃ দশ ক্রোশ অন্তর এক গ্রাম সেই স্থানে তন্তুবায়ের বাটীতে এক দেবতা স্বয়ং উত্থাপিত হইয়াছে বহু২ বিজ্ঞ পণ্ডিত সকল ঐ স্থানে দেবতা নিরূপণ করণ জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারদিগের নানা পুরাণাদি জ্ঞান থাকিলেও কোন দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নাম ও পূজা এই সকল বিষয় কিঞ্চিৎও নিরূপণ করিতে পারিলে ঐ নানা দেবতার প্রতিমূর্ত্তি এই এক খান রথ ষোড়শ ঘোটক তাহাতে নিয়োজিত তদুপরি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে ঐ দেবতার আকৃতি বিন্যাসিত আছে এবং তাহার দুই পার্শ্বে স্ত্রীপুরুষ দণ্ডায়মান পরন্তু কিয়ৎ কাগজ ও লেখনী আছে ঐ দেবতার নিরূপণ অজ্ঞাত হইতে রাত্রে উপবাসী তন্তুবায়ের মাতা নিরাহারে রহিয়াছেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।·· ১ দফা আসাম দেশ অতি পূর্ব্বে বরহি ও চুটিয়া ও কাচারি ও বারওঞা ও দরঙ্গি রাজা এই পঞ্চ রাজাতে বিভক্ত থাকিয়া ৫ রাজার স্বাধীনে ৫ খণ্ডী ছিল ততপর ইন্দ্রবীর্য্যজ চুকাফা নামক মহারাজ নরা দেশ হইতে ইন্দ্রবর প্রসাদাৎ সৈন্যাহরণ পূর্ব্বক যুদ্ধাক্রান্তে আসিয়া শকাব্দা ১১৬২ শকে আসামে প্রবেশ হইয়া ক্রমশ এক২ রাজাকে সংহার করিয়া স্বাধীন করিতে লাগিলেন শুদ্ধদেব প্রতাপ সিংহের আমল পর্য্যন্ত ৫ রাজাকে শমন ভবনে বিদাই দিয়া কামপৃষ্ঠ রত্নপৃষ্ঠ ভদ্রপৃষ্ঠ সৌমারপৃষ্ঠ চতুঃপৃষ্ঠ জয় করিয়া ভোগদখল করিতে ছিলেন আমরাও উক্ত রাজাগণের প্রসাদাৎ যথেষ্ট সম্মান পাইয়া অশেষমত ভরণ পোষণাদি পাইয়া বাছর মতে বিনা করে মহানন্দেতে সুপ্রতুল ছিলাম। পাইকান অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রজারদিগেরহ পাল খাটনি ব্যতীত কিছু ছিল না এই মতেই ১৭০৯ শকপর্য্যন্ত মুদ্দত বৎসর প্রতুল ছিল ইতিমধ্যে তদ্দেশীয় মটক বিখ্যাত দুষ্ট লোকেরা দৌরাত্ম্য করণেতে মহারাজ গৌরীনাথ সিংহ স্বকীয় তক্ত ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের আশ্রিত হওয়াতে সরকার হইতে অভয়প্রদান পূর্ব্বক কর্ণওয়ালিস কামাণ্ডিন সাহেবকে সৈন্য সমেত প্রেরণ করিয়া দুষ্ট দুর্ম্মথ মটক লোককে তাড়িত করিয়া রাজাকে ১৭১৬ শকে পুনরায় গদিতে স্থাপন করে তদবধি গৌরীনাথ সিংহ ও কমলেশ্বর সিংহ ও চন্দ্রকান্ত সিংহ এ তিন রাজা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের প্রসাদাৎ সুখেতে রাজভোগ করেন মহামন্ত্রি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞিভাঙ্গরিয়া দিগপাল বৎ মুলুক শাসন রাখেন তাহার কালাবসানে বদনচন্দ্র বড় ফুকনের আনীত হওয়াতে ১৭৩৮ শকে ব্রহ্ম রাজার সৈন্য আসিয়া

আক্রমণ করে ১৭৪৬ শক পর্য্যন্ত তাহারদের কুরীতি কুনীতি কুব্যবহার ধন জন মান্যমান জাতাজাতী তাবতাহরণ দৌরাত্ম্য যাহা করে তাহা গণেশ দেবোপি লিখলে সক্ষম রহিত তস্মিন কালে আমারদিগকে কাল সর্পের উদর হইতে ঈশ্বরের ন্যায় নিজ দয়াগুণে ভূরি২ খরচপত্রকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাবৎ দেশস্থকে মহোত্তীর্ণ করিয়াছেন ইহাতে বাল্য বৃদ্ধ যুবাদের ঙ্গরের কাছে নিয়ত প্রার্থনা রাখি যে কোম্পানি বাহাদুরের যশ খ্যাত ও কান্তি ও দীপ্তি সতত বৃদ্ধি করুন···। শ্রীনর্গিরাম বড়বন্দর বড়ুয়া।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের শুভ প্রত্যাগমন বিষয়ে এবং তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আফগান স্থানীয় যুদ্ধেতে ইঙ্গলণ্ডীয়দের কৌশল ও পরাক্রমেতে কৃতকার্য্যতা হওন বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্তের প্রতি বন্দনাসূচক এক পত্র অর্পণ করণের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করণার্থ বর্ত্তমান মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টা সময়ে পশ্চাল্লিখিত মহাশয়েরদের কর্তৃক হিন্দুকালেজে বৈঠক করণার্থ কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা আহূত হইয়াছেন।

রাজা বরদাকণ্ঠ রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর। নবকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। আনন্দনারায়ণ ঘোষ। মতিলাল শীল। কালীকিঙ্কর পালিত। রামরত্ন রায়। বিশ্বনাথ মতিলাল। লক্ষ্মীনাথ মল্লিক। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বীর নরসিংহ মল্লিক। রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। দ্বারকানাথ ঠাকুর। রসময় দত্ত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রামকমল সেন। রস্তমজী কওয়াসজী। মানক জী রস্তমজী। রায় কালীনাথ চৌধুরী। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। আশুতোষ দেব। কানাইলাল ঠাকুর। গোপাল ঠাকুর। রাধাপ্রসাদ রায়।

(৮ জানুয়ারি ১৮৩১। ২৫ পৌষ ১২৩৭)

বর্ষফল।—১৮৩০, সেপ্টেম্বর ১৭।—এই সময়ে শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাসকর্তৃক নির্ম্মিত হাটখোলার এক নূতন ঘাট সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে খোলা হয়।

(৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২)

১৮৩১ সালের বর্ষফল—

জানুআরি, ১৮। আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় কেপে পঁহুছেন।

মার্চ ৮। রাজা বৈদ্যনাথ রায় হস্তকলমবিষয়ে দ্বিতীয় মোকদ্দমায় মুক্ত হন।

জুলাই, ২। মারকুইস লান্সডোন সাহেব ভারতবর্ষস্থ কতক লোকেরদের এক দরখাস্ত কুলীনেরদের সভায় প্রস্তাব করেন তাহাতে এই প্রার্থনা লিখিত ছিল যে হিন্দুর বিধবারা চিতারোহণ করিতে না পায়। এবং তৎসমকালীন কহিলেন যে শ্রীযুত বাদশাহের রাজসভায় তদ্বিপরীতে যে দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে তাহা আমরা অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিব বটে কিন্তু তাহা সফলহওনের সম্ভাবনা নাই।

জুলাই, ৭। কলিকাতার ফ্রি স্কুল গির্জাঘরের গাঁথনি সমাপ্ত হয়।

জুলাই, ২০। কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় এক মেডিকেল্ সোসৈটি অর্থাৎ চিকিৎসার সমাজ স্থাপিত হয় [সংস্কৃত] কালেজের পূর্ব্ব চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ তাহার সেক্রেটরী হন।

বঙ্গদেশে এতদ্দেশীয় তুলা ও রেশমী বস্ত্রব্যবসায়ি ও শিল্পিগণ ইঙ্গলণ্ড দেশে বোর্ডঃ ত্রেডে এক দরখাস্ত করেন সেই দরখাস্ত স্বাক্ষরকরণার্থ প্রচলিত হইয়াছে এমত জনরব হয়। তাঁহারদের প্রার্থনা এই যে বঙ্গদেশজাত তন্তুবস্ত্রর মাশুল বিষয়ে ইঙ্গলণ্ডদেশজাত তন্তুবস্ত্রর তুল্য হয়।

জুলাই, ২৮। এতৎসময়ে কলিকাতার এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রে স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে ও জাতিভ্রংশবিষয়ে ও জাতিভ্রংশ হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হরণ হয় কি না এ সকল বিষয়ের আন্দোলন হয়।

আগস্ত, ৯। ভারতবর্ষের মফঃসলনিবাসি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পত্র এই নামধারি এক গ্রন্থ ক্রফর্ড সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে সাহেবেরা আপনারদের অবস্থা এবং কোম্পানী বাহাদুরের রাজ শাসনে এতদ্দেশীয় লোকের অবস্থা বর্ণনা করেন।

সেপ্টেম্বর, ৩০। বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক কলিকাতার ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া লেখেন যে তিনি ও তাঁহার মিত্রেরা হিন্দু ধর্ম্মে অত্যন্ত অসম্মত।

নবেম্বর, ১১। তিতুমীরনামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে রাজবিদ্রোহি কর্ম্ম আরম্ভ করে। তাহারা আপনারা মৌলবীনামে খ্যাত হয় এবং তাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাট করে এমত বোধ হইল। ঐ তিতুমীর সৈয়দ আহমুদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে ঐ সৈয়দ আহমুদ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের দেশে উৎপাতকরণের উদ্যোগে হত হয়।

নবেম্বর, ২৭। বারাকপুরহইতে এক রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও দমদমাহইতে কতক অশ্বারূঢ় তাহারদের প্রাতিকূল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও তাহার অনুচর ৮০।৯০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়।

দিসেম্বর, ২৬। ইষ্টিণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রসম্পাদক অতিবিচক্ষণ ডুজু সাহেব ওলাউঠা রোগে কালবশীভূত হন এবং সকলেই তাহাতে অতিখেদান্বিত।

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯)

১৮৩২ সালের বর্ষফল—

মে, ৪ । মৃত মার্‌কুইস হেষ্টিং সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতায় লালদীঘীর এক প্রান্তে স্থাপিত হয় ।

জুন, ১৪ । কলিকাতা শহরের বিংশতি ক্রোশ অন্তর টাকীতে শ্রীযুত পাদরী ডপ সাহেবের অধ্যক্ষতায় এক অত্যুত্তম পাঠশালা স্থাপন হয় । তাহাতে ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা পারস্য ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক ।

সেপ্তেম্বর, ৯ । সর্ব্বত্র চিৎপুরের নবাবনামে বিখ্যাত নবাব দৌলৎজঙ্গ মুরশিদাবাদে পরলোকগত হন যে মহম্মদ রেজা খাঁ অনেককালপর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তাবৎ ফৌজদারীকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার পুত্র ইনি অতিবিজ্ঞ ও দানশীল ছিলেন ।

অক্টোবর, ১৭ । ইনকোএরর পত্রসম্পাদক শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ।

নবেম্বর ২৭ । উয়ারিন হেষ্টিংশ সাহেবের অতিপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কান্ত বাবুর পৌত্র মহারাজ কুমার হরিনাথ রায় বাহাদুর একত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক হইয়া কলিকাতায় লোকান্তর গত হন । তাঁহার অসীম ধনের উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার এক পুত্রমাত্র আছেন ।

দিসেম্বর ১২ । কলিকাতানগরে অতি বৃহৎ এক বাণিজ্যের কুঠী শ্রীযুত আলেকজান্দ্র কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তদ্দ্বারা লোকেরদের অপূর্ব্ব ভয় ও ক্লেশ জন্মে ।

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪০)

১৮৩৩ সালের বর্ষফল—[ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রহইতে নীত]

২ জানুআরি । হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে রৌপ্যময় এক গাড়ু প্রদান করেন ।

৫ জানুআরি । মাকিণ্টস কোং দেউলিয়া হন ।

১১ মে । শ্রীরামপুরের গবর্নর হলনবর সাহেবের পরলোকগমন হয় ।

২৭ জুলাই । বঙ্গদেশীয় মহাশয়েরা প্রথমতঃ গ্রান্দজুরীতে উপবেশন করেন ।

১৩ সেপ্তেম্বর । এতৎসময়ে কলিকাতাস্থ ভাবল্লোকের একটা জর রোগ হয় ।

২১ সেপ্তেম্বর । ডেপুটি কালেক্‌টরীপদ যে কোন জাতীয় বা ধর্ম্মাবলম্বী হউন সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তির প্রতি শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর মুক্ত করেন ।

৭ । অক্টোবর । গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় সঞ্চয়ার্থ এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন । ঐ তারিখে দেওয়ানীবিষয়ক অপরাধে গবর্ণমেণ্ট শারীরিক দণ্ডদেওন রহিতের হুকুম করেন ।

২৫ । নবেম্বর । ফার্গিসন কোম্পানির কুঠী দেউলিয়া হয় ।

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ । ১৫ বৈশাখ ১২৪৬)

১২৪৫ সালের বর্ষফল ।—

বৈশাখ ।—৺দয়ালচাঁদ আঢ্যের স্বজ্ঞানে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ।···শ্রীযুত ডাং ওসেনেসি ও শ্রীযুত ডাং ইজরটন সাহেবেরদিগের কর্তৃত্বাধীনে কলুটোলায় এক চিকিৎসালয় স্থাপন ।

জ্যৈষ্ঠ ।—পিকনিক নামে এক ইঙ্গরাজী পত্র প্রকাশ হয় ।

শ্রাবণ ।···খিদিরপুর গ্রামে শুভদা নামক একসভার সংস্থাপন হয় ।···শিমুল্যাস্থ শ্রীযুত অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর বাটীতে কতিপয় যুবা কর্তৃক এক সভা সংস্থাপিত হয় । ইণ্ডিয়ান একডিমিতে বাঙ্গালা ভাষাশিক্ষা দেওনারম্ভ হয় ।

ভাদ্র ।···শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রবোধ উজ্জ্বল নামে এক সভা সংস্থাপিত হয় ।···চাঁপাতলায় প্রবোধ কৌমুদী নামে এক সভা হয় ।

আশ্বিন ।—বহুবাজারস্থ শ্রীযুত বাবু রাধামোহন সরকারের বাটীতে ঐ পল্লিস্থ এবং চাঁপা তলাস্থ বাবুগণ কর্তৃক সখের সংগীত সংগ্রাম হয় ।

কার্ত্তিক ।—কিস্থ রায় কোং দেউলিয়া হয় । শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে যোড়াসাঁকোস্থ ও বাগবাজারস্থ সখের দলের সংগীত সংগ্রাম হয় ।···শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্যের ওরিএণ্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দানারম্ভ হয় ।

পৌষ ।—গোলাম আব্বস সাহেব এক বাদ্য শিক্ষালয় স্থাপন উদ্যোগ করেন ।

মাঘ ।—শিল্প কর্ম্মের প্রাচুর্য্যের উপায় করণার্থ শিল্প বিদ্যালয়নামে সভা সংস্থাপিত হয় ।···সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ।

দ্রষ্টব্য

অনবধানবশতঃ নিম্নলিখিত অংশগুলি এই পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই।—

(৩ মার্চ্চ ১৮৩২। ২১ ফাল্গুন ১২৩৮)

ধর্ম্মসভা।—গত ৮ ফাল্গুণ রবিবার ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ৺নাথুরাম শাস্ত্রির মৃত্যু সম্বাদ উপস্থিত হইবাতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন অপর তিনি ধর্ম্মসভাধ্যক্ষেক পাণ্ডিত্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎপদে শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতী ভট্টাচার্য্য অভিষিক্ত হইলেন···। সং চং।

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

শ্রীযুত মেষ্টর হের সাহেব।—উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থে যে চাঁদা হইয়াছিল তাহার টাকা কত আদায় হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশেষরূপে বিবেচনা করি নাই এবং ঐ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুতের বিলম্বহওয়াতেও কিঞ্চিৎকাল স্থগিত ছিল কিন্তু এইক্ষণে হিসাবদৃষ্টে বোধ হইল সে টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকেরদের নিকটে মজুদ হইয়াছে এবং প্রতিমূর্ত্তিও প্রস্তুত আছে কিন্তু এইক্ষণে কেবল কমিটির বিবেচনার অপেক্ষা আছে অতএব ভরসা করি কমিটির বিবেচনাতে যদ্যপি ঐ প্রতিমূর্ত্তি শ্রীযুত মেষ্টর সাহেবের সর্ব্বাবয়বতুল্যরূপা হয় তবে অবিলম্বে তাহা নির্ণীত স্থানে রাখা যাইবেক অতএব যে সকল মহাশয়েরা বোধ করিয়াছেন এই চাঁদার টাকা আদায় হয় নাই তাঁহারা এইক্ষণে নিশ্চয় জানিবেন যে টাকার জন্যে প্রতিমূর্ত্তি লণ্ডনের কোন বাধা জন্মিবেক না ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের পারসী পড়িবার অভিলাষ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।···আমি শুনিলাম সংস্কৃত পাঠশালার কতকগুলিন ছাত্র পারসী অধ্যয়নকরণাশয়ে উক্ত কালেজের কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সাহেব তাহাতে কি অনুমতি করিয়াছেন বিশেষ জানিতে পারি নাই···। সংপ্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই ঐ ছাত্রেরা পারস্য বিদ্যা কি কারণ অভ্যাস করিতে চাহেন ইহা বুঝিতে পারি না। যদি বল মান্য বিদ্যোপার্জন করিলে হানিবিরহ। উত্তর লভ্য কি যদি সিরিশ্তাদার মীরমুন্সী পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া পারসী পড়েন তবে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আবশ্যক রাখে না তজ্জন্য ক্লেশ স্বীকার কেন করেন। যদি বল সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে ঐ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় না এবং বেতনও পাইবার সম্ভাবনা থাকে না এতদর্থই প্রথমতঃ সংস্কৃত পড়িতে হয়। উত্তর এ কথায় বোধ হয় ঐ সকল ছাত্র-

দিগের অভিলাষ পারসী ইঙ্গরেজী পড়িয়া সিরিশ্তাদারাদির কর্ম করিবেন যদি এমত হয় তবে সংস্কৃত বিদ্যার প্রাচুর্য্য করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে মনোযোগ করিতেছেন তাহাতে বিরত হইতে পারেন তাহা হইলেই সংস্কৃত কালেজ উচ্ছিন্ন হইবেক।...৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ সাল। কস্যচিৎ কালেজ বহির্ভূত ছাত্রস্য।

আমরা এই পত্র পাইয়া চমৎকৃত হইলাম না যেহেতুক সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরা কেবল সংস্কৃতই অভ্যাস করিবেন এই বর্ত্ম ছিল কিন্তু ডাং উইলসন সাহেব প্রভৃতি কএক জন কালেজাধ্যক্ষ সাহেবদিগের মত হওয়াতে ঐ ছাত্রেরা কেহ২ ইঙ্গরেজী বিদ্যাও অভ্যাস করিতেছেন তৎপরে পারসী পড়িলেই বা কি ক্ষতি। ইহারদিগের দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মাদি কখন সম্পন্ন হইবেক না ইহা ইঙ্গরেজী পড়াতেই নিশ্চয় হইয়াছে তৎপরে পারসী পড়াতে আর কি গর্হিত হইতে পারে। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অপাত্র ছাত্রেরা সংস্কৃত শাস্ত্রের মর্য্যাদা বিবেচনা করিতে পারিবেক না তৎপ্রমাণ দেখ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কুলীন ধনবান্ এতাদৃশ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া এক জন বংশজ ব্রাহ্মণ দীন কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাকেই সৎপাত্র জানিয়া দৈব পিতৃকর্ম্ম ও ফলজনক দানাদি দ্রব্য প্রদান করা যায় এবং সমাদরের বিশেষ সভাতেই প্রকাশ আছে ইত্যাদি এমত মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহারদিগকে কিপ্রকারে বুদ্ধিমান্ কহিতে পারি। যাহা হউক সংস্কৃত কালেজ স্থাপনহওয়াতে আমারদিগের দেশের উপকার হইবে এমত ভরসা প্রথমতঃ হইয়াছিল যেহেতুক শাস্ত্রের প্রাচুর্য্য হইবেক এক্ষণে সাধারণের উপকারের বিপরীত বোধ হইতেছে যেপর্য্যন্ত প্রাচীন অধ্যাপক মহাশয়েরা ঐ কালেজে নিযুক্ত আছেন তাবৎকাল ছাত্রেরা একাকার করিতে পারিবেক না তৎপরে তাবতেই স্বেচ্ছাচারী হইবেক তাহারি সোপান ইঙ্গরেজী পারসী অধ্যয়ন। অতএব বুঝা যায় যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট কালেজের বিষয়ে মনোযোগে বিরত হন তাহাতে সর্ব্বসাধারণের আহ্লাদই জন্মিবেক।—চন্দ্রিকা।

(৩ মার্চ্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

হিন্দুস্থানীয় ভাষা।—কথিত আছে যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তাবৎ আদালত হইতে পারস্য ভাষা উঠাইয়া যাওনের সীমা স্থির হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা স্থাপিত হইবে অতএব এইক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালত বিবেচনা করিতেছেন পারস্যের পরিবর্ত্তে তাঁহারা কোন্ ভাষা চলন করিবেন এবং উক্ত আছে যে ঐ আদালত হিন্দুস্থানীয় ভাষা মনোনীত করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণর্ সাহেবকে পরামর্শ দিয়াছেন যে এই আপীল আদালতে তাবৎ মিছিলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে কর্ম নির্ব্বাহ হয়। এই আদালতের তাবৎ জজ ও উকীল ও আমলারা সকলই হিন্দুস্থানীয় ভাষা জানেন এবং বঙ্গভাষা চলনের এই প্রতিবন্ধক যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকায়

যত জিলা তাহার তিন অংশের একাংশে হিন্দুস্থানীয় ভাষা চলন আছে। বোধ হয় এই আদালতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা বিলক্ষন রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয় শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইবেন যে অত্যল্প দিনের মধ্যে সরকারী তাবৎ কর্ম্ম হইতে পারস্য ভাষার ব্যবহার একেবারে উঠিয়া যাইবে।

(২৯ মে ১৮৩০। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

মফঃসলে দারোগার সুরতহাল বিষয়ের আমারদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা লিখি। কোন গ্রামে যদাপি ডাকাইতি কিম্বা চুরি অথবা খুনি বা দাঙ্গা হঙ্গামের সুরতহাল উপস্থিত হইল তবেই দারোগা বাহুস্ফোট অর্থাৎ তাল ঠুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় উপস্থিত হয় প্রথমে সুরতহালে চাসার হাল গরু যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের কি হাল করিবেক তাহা স্থির করিতে পারে না শেষ হাড়ির হাল করিয়া ছাড়ে অর্থাৎ সকল লোক ধরিয়া অগ্রে আপন লাভের নিমিত্ত অমর্য্যাদাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ গালাগালি জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট করিয়া অভিলাষ মত টাকা আনিয়া দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে তাহার উপর কোন দোষ না স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইল ইত্যাদি লিখিয়া হজুর পাঠায় ইহা অনেক জজ তদারক করিয়া দারোগাকে শাজা দিয়া কর্ম্মহইতে দূর করিয়াছেন কিন্তু তথাচ নিবারণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক স্থনিয়ম হইলে ভাল হয়।—চন্দ্রিকা।

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনের অতি বিবেচ্য যে আবেদন পত্র [টাউন-হলে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত নেটিব কমিটির ১৪শ বৈঠক উপলক্ষে পঠিত] নীচে প্রকাশ করা গেল তাহাতে আমরা পাঠক মহাশয়েরদের বিশেষ মনোযোগহওনের প্রার্থনা করি। তন্মধ্যে বাবুজী যে প্রত্যেক কথা লিখিয়াছেন তাহার সত্যতার বিষয়ে আমরা সুসম্মত বটি এবং ঐ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদ্যোগেতে এতদ্দেশীয় লোকের যে উপকার হইবে এমত আমারদের বিলক্ষণ ভরসা আছে। যেহেতুক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরা যদ্রূপ অপরিমিতরূপে ধন ব্যয় করেন তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট আর কিসে হইতে পারে। উক্ত কর্ম্মাদির উপলক্ষে তাঁহারা যে প্রচুর ধন বিতরণ করেন তাহাতে কি ব্রাহ্মণ কি দরিদ্রগণ কাহারো উপকার নাই দরিদ্রগণের উপকার কিরূপে হইতে পারে তাহারা স্ব২ বাটী ও ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আগমনকালে বহুকষ্ট পায় কখন২ কালের অশুভত্বপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং এক বা দুই রাত্রিপর্য্যন্ত বহুকষ্টে বসিয়া২ কখন বা মেষ পশুর ন্যায় একটু শুইতে পায় শেষে তাহারা আপনারদের ঘরে বসিয়া

যে উপার্জন করিতে পারিত তত্তুল্য যৎকিঞ্চিৎ পাইয়া কখন বা তদপেক্ষা ন্যূন অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিন্মাত্র পাইয়া বিদায় হয়। এবং ব্রাহ্মণেরদের যে উপকার হয় তাহাই বা কিপ্রকারে কহা যাইবে যেহেতুক ব্রাহ্মণেরা নিষ্কর্ম্মে বসিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান্ যদ্যপি তাঁহারা কোন উত্তম স্বীয় ব্যবসায় করিয়া উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন তবে ধনি লোকেরদের স্থানে অযনি ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহা উত্তমরূপ জীবিকা বলা যাইত কিন্তু এতদ্রূপ অপব্যয়েতে যাঁহারা ধন পান তাঁহারদের উপকার নাই কিন্তু যাঁহারা উক্তরূপ দান করেন তাঁহারদের বংশের অত্যন্ত অপকার অর্থাৎ ধনক্ষয় যদ্যপি আমারদের এই কথার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকে তবে চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে কত২ ধনি বংশ্য এতদ্রূপ অপব্যয় করিয়া একেবারে নির্দ্ধন হইয়াছেন তখন তাঁহার ঐ সন্দেহ দূর হইতে পারিবে। এতদ্দেশীয় এক জন সম্বাদ পত্রসম্পাদক মহাশয় স্বীয় পত্রে সংপ্রতি লিখিয়াছেন যে লার্ড কর্ণওয়ালিসের চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়অবধি অর্থাৎ গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই বঙ্গাদি প্রদেশের প্রায় তাবৎ জমীদারের জমীদারী হস্তান্তর হইয়াছে। ফলতঃ এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের আমরা এই মাত্র কারণ দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় জমীদারেরা কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া কিঞ্চিন্নাম যশঃ প্রাপণাকাঙ্ক্ষী হইয়া অপরিমিতরূপে স্বীয় ধন অপব্যয় করিয়া ফেলেন। যে জমীদারীতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ধরা আছে এবং যে স্থানে জমীদারীর উৎপন্ন উপস্বত্ব হইতে কর অল্প সেই স্থলে জমীদারের অনবধান না থাকিলে কখন রাজস্ব বাকি পড়িতে পারে না। কখন২ অকারণ দুর্দশাতেও কোন২ বংশ্য যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাও আমরা অপহ্নব করিতে পারি না কিন্তু অতিসাহসপূর্ব্বক আমরা কহিতে পারি যে স্থানে তদ্রূপ দৈবঘটনাতে এক জমীদারী নীলাম হইয়া থাকে সেই স্থলে জমীদারের অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ্য নীলাম হইয়াছে এই কথা কেহ অসিদ্ধ বলিতেও পারিবেন না। কোন২ জমীদারের নিয়ত চতুর্দিগস্থ বুভুক্ষু ভৃত্যবর্গ অবিরত অপব্যয় করিতে তাঁহারদিগকে প্রবোধ দিতে থাকেন এবং মহাসমৃদ্ধ শ্রাদ্ধ বিবাহাদিতে অনেক বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে তাহা তাঁহারদের কর্ণের গোড়ায় নিরন্তর শুনাইতে থাকেন অতএব তাঁহারদের ঐ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়া যান। ঐ সকল উৎসব কর্ম্মে যত টাকা বরাওর্দ্দ থাকে তদপেক্ষা নিত্যই অধিক ব্যয় হয়। যেহেতুক ধনিব্যক্তি একবার ঐ সকল উৎসবাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে খরচের সীমা থাকে না। স্বার্থপর মন্ত্রিরদের মন্ত্রণাতে অথবা স্বীয় মানসের উত্তেজনাতে আরব্ধ এক কর্ম্মের মধ্যেই কত নূতন২ বিষয় উপস্থিত হয় তাহাতে কখন্ খরচের যে শেষ হইবে ইহা কে কহিতে পারে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের কিস্তির দাওয়া চক্রের ন্যায় অবিরত মাসে২ পরিবর্ত্তন ক্রমে আসিয়া পড়ে। কিন্তু উক্তরূপ ব্যয়েতে বাবুর ভাণ্ডার শূন্য সুতরাং কিস্তির দাওয়া শামলাইতে ভারি সুদ দিয়া কর্জ্জ করিতে হয়। তৎপরেও পূজা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কর্ম্মের ন্যূনতা হয় না তাহাতে আরো কর্জ্জে ডুবেন পরিশেষে যখন অপরিমিত ব্যয়রূপ পাত্র

পরিপূর্ণ হয় তখন তাঁহার জমীদারীসকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে নীলাম হইয়া যায়। এবং যে অমাত্যেরা তাঁহাকে নিরর্থক ব্যয় করিতে প্রবোধ দিয়া তদুপলক্ষ আপনারা বিলক্ষণ উপার্জন করিয়াছেন কখন২ তাঁহারাই ঐ জমীদারী আপনারদের নামে ক্রয় করেন।

(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ১ পৌষ ১২৪০)

মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—আমরা কএক জন বঙ্গদেশীয় এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালিদিগের প্রধান কর্ম্মাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে যে পূর্ব্বকার বোর্ডের সাহেবদিগের নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে কেননা সাহেবলোক প্রায় বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না যাঁহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না কারণ আপন২ এলাকার কমিশ্যনরসাহেব মঞ্জুর করেন না কিন্তু শত২ হিন্দুস্থানি লোক বাঙ্গলা ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অস্মদ্দেশে নানাস্থানে প্রধান২ কর্ম্ম করিতেছেন বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালের কানুন পঞ্চম জারী হয় তখন বোধ হইয়াছিল যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃসদুর হইবেক তাহাও হইল না এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি কোন সরকারী আফীসে কর্ম্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্যাৎ তৎসময়ে কোন অক্ষম ফিরিঙ্গি উপস্থিত হয় তবে ঐ খ্রীষ্টীয়ান ফিরিঙ্গিতে কর্ম্ম পায় যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বরপ্রায় তুল্য এবং সর্ব্বজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমারদিগকে কি কারণে এমত অসহিষ্ণু অপমান করেন যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কদাচ দেন নাই তবে অকারণে আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় যদ্যপি কহেন যে পূর্ব্বকার বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম দিয়া গিয়াছেন সেই হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না উত্তর উক্ত ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে যদি কোন বাঙ্গালি কুকর্ম্ম করিয়া থাকে কিম্বা তৎকালীন পারস্য ভাষাতে অপারগ জানিয়া অথবা অন্য কারণবশতঃ হুকুম দিয়া থাকেন এ হালতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে দেশের তাবৎ লোক দোষী হইতে পারে না ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইতে পারেন না আপনি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে সর্ব্বসাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট গেজেট ও ইণ্ডিয়া [গেজেট] হরকরাপ্রভৃতি সম্বাদপত্রে ছাপাইয়া দেন যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি কি অন্যান্য জাতির কোন কর্ম্ম পাইতে নিষেধ নাই ইহা হইলে আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার নিকট পরমোপকৃত আছি ও হই এবং বাঙ্গালিগণ যে এ বিষয়ে আত্যন্তিক ম্লান আছেন তাহাও আপনার দয়া প্রকাশে প্রফুল্ল হন নিবেদন ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ। শ্রীকমলাপ্রসাদ রায়। শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীচন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মোং কলিকাতা।

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

দর্পণের প্রতি।—আমরা গত শনিবারের দর্পণে দেখিলাম তৎপ্রকাশক মহাশয় এতদ্দেশীয় হিন্দু লোকেরদিগের এক ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া লিখিয়াছেন যেসকল লোক কৃপণ শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব না করে তাহারদিগের বাটীতে রাত্রিযোগে প্রতিমা রাখিয়া যায় এ বিষয় অত্যন্ত অন্যায় এবং এমত কুকর্ম্ম কেহ না করিতে পারে তাহার সদুপায় জন্য স্বীয় লেখনীকে অনেক ক্লেশ দিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত আমরা কিঞ্চিৎ যত্ন করি। এদেশের রীতি ব্যবহার নূতন কিছুই হয় নাই ঐ প্রথা বহুকালাবধি আছে পূর্ব্বে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন তৎকালে ভদ্রলোক দুর্গোৎসব না করিতেন এমত লোক অত্যল্প পাওয়া যাইত সর্ব্বত্র প্রতিমা না হউক ঘট পটাদি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলাদিতে হইত। যবনাধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল এপ্রদেশে বহুতর হিন্দু জমীদার আর রাজাই বা কহ ইহাঁরা থাকাতে উক্ত কর্ম্ম লোপ হয় নাই বিশেষ নদীয়া নাটুর বর্দ্ধমান এই তিন চারি জন রাজার অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশ বিভক্ত ইহারদিগের অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত তিনি পূজা না করিলে রাজারা তাঁহারদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন পূজা অবশ্যই করিবা এপ্রকারে কেহ২ পূজা করিতেন যদ্যপি কেহ এমত রাজারদিগকে বুঝাইতে পারেন যে আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই তাহার পূজার ব্যয়োপযুক্ত ধনদান করিতেন কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিরকাল পূজা করিতে পারে কোন২ ব্যক্তি ধনবান্ অথচ পূজা করে না তাহারদিগের বাটীতে প্রতিমা রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায় ঐ গৃহস্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রতিমা গৃহমধ্যে উঠাইয়া রাখিয়া আপনাকে ধন্য করিয়া মানে এবং তাহার পরিবারাদি জ্ঞান করে ভগবতী আপনি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন অতএব যথাবিধি অবশ্য পূজা কর্ত্তব্য সে ব্যক্তির বাটীতে পূজার ব্যয় অল্প বা অন্য কোন প্রকার অপ্রতুল হইলে তাহার দোষ কেহই গ্রহণ করে না এপ্রকার প্রথা বহুকালাবধি আছে ইহাতে দোষ মাত্র হয় না এবং কখন কেহ প্রতিমা পাইয়া নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছে এমত কেহ বলিতে পারিবেন না কিম্বা সেই প্রতিমা বাটীতে ফেলিয়াছে বলিয়া যে বাটীর কর্ত্তা কাহার নামে নালিস করিয়াছে কিম্বা কেহ ঐ প্রতিমা পূজা করিতে অশক্ত হইয়া প্রতিমা অমনি বিসর্জ্জন করিয়াছে কিম্বা প্রতিমা পূজা করিয়া একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমত কখন শুনা যায় নাই। অতএব দর্পণকার মহাশয় এবিষয় রহিত করিবার কোন চেষ্টা করা বিফল ইহাতে হাত দিলে হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হইবেন। বরঞ্চ রাস্তায়২ ঘর করিয়া বিদ্যাদানচ্ছলে যাহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহারদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করুন যে জন্য হিন্দু লোক সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া অহরহঃ প্রার্থনা করিতেছে। তাহারদিগের অন্যায় কি দর্পণকার দর্শন করিতে পান না না সে অন্যায় মনে স্থান দেন না বাটীতে প্রতিমা রাখিয়া গেলে তাহাতে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে বড় ৫০।৬০ টাকাই ক্ষতি হউক কিন্তু ইহকাল

পরকালের ভাল হয়। মিসিনরিরা যে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহপরকাল একেবারে যায় এবং যে ব্যক্তির মস্তক মিসিনরি ভোজন করেন তাহার পরিবারের জাতি যায় শেষ সমর্থ্য করিয়া উদ্ধার হইতে হয় তাহাতে একেবারে সর্ব্বনাশ হয় এই মত কত গৃহস্থ মজিতেছে ইহা কি রাজার কর্ণগোচর করাইতে নাই দর্পণকার মহাশয় এতদ্দেশীয়েরদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া এই কর্ম্মটী করিয়া দিলে অর্থাৎ মিসিনরি দেশহইতে দূর করিলে মহোপকার করিলেন ইহা সর্ব্বজন সাধারণ স্বীকার করিবেন তজ্জন্য অগণ্য ধন্যবাদ পাইবেন।—চন্দ্রিকা।

এই পুস্তকের ২৭৩ পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মৃত্যুকাল ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (২৫ মাঘ ১২৬৫) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে'ও এই তারিখ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার একদিন আগে গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীর গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত যে ভূমিকাটি আছে তাহাতে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে কোন কোন কথা পাওয়া যায়; ইহাতে তর্কবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ আছে।

১৮৫৯ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন:—

"...আমরা আরো আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি পূজ্যপাদ ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক মাসাবধি কালাবধি জ্বর উদরাময়াদি রোগে দারুণ যাতনা পাইতেছেন, বিবিধ প্রকার চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু শীত ঋতু অস্ত না হইলে তিনি নির্ব্যাধি ও সবল হইতে পারিবেন না, আমরা ঈশ্বর সমীপে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করিতেছি তিনি শীঘ্রং আরোগ্য হইয়া উঠুন।"

১৮৫৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারি (২৯ মাঘ ১২৬৫, বৃহস্পতিবার) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' তর্কবাগীশের মৃত্যু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল:—

"হা কি খেদের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্ব আলোচনা করিয়া এদেশের মানব মণ্ডলীর ক্ষেম বিস্তারার্থ সকলেরই মনে অনুরাগ জন্মিতেছে এ সময় এক পক্ষ মধ্যে দুই জন বাঙ্গালা সমাচার পত্র সম্পাদক মানব লীলা সম্বরণ করিলেন? পাঠক বর্গের অবগতি হইয়াছে প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় আকস্মিক রোগে আক্রান্ত হইয়া কএক দিবস মধ্যেই [২২ জানুয়ারি, শনিবার] ভৌতিক কলেবর বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ভাস্কর সম্পাদকও গত শনিবার [৫ই ফেব্রুয়ারি, ২৪ মাঘ] পূর্ব্বাহ্ণে ভাগীরথী তীরনীর স্থিত জীর্ণ শীর্ণ তনু পরিত্যাগ করিলেন। উল্লিখিত দুই সম্পাদক অতিশয় সুলেখক, দুই জন দুই বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন, প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের বিবিধ বিষয়ক কবিতা যাহা দৈনিক ও মাসিক প্রভাকরে অক্ষর নিবদ্ধ আছে তাহা যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ ঐ মহোদয়ের প্রশংসায় গুণজ্ঞ মানব মাত্রের রসনা কদাপি শ্রান্ত হইবেক না। ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের গদ্য রচনায় বিশেষ পারকতা ছিল, বিশেষতঃ তিনি সহজ ভাষায় স্বাভাবিক বিষয় সকল এপ্রকার লিপিবদ্ধ করিতেন যে তাহা পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেরই অন্তঃকরণ পরমানন্দে পুলকিত হইত। উভয় সম্পাদক মহোদয় হইতে দেশের অবস্থা শোধন ও সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদা নানা প্রস্তাব বিরচিত হইত। তাঁহারা দীর্ঘজীবি হইলে বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ হিতানুরাগী ও স্বদেশীয় জ্ঞানার্থী জনগণ অসংশয় বিবিধ প্রকারে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, অতএব দেশের সৌভাগ্যাঙ্কুরোদয় সময়ে ঐ দুই মহাত্মার মানব লীলা সম্বরণ অতিশয় অনিষ্টকর হইল।..." *

---

* রায়-সাহেব শ্রীযুত বিপিনবিহারী সেন মহাশয় উল্লিখিত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সংখ্যা-দুইখানি দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ যে-সকল সাময়িক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি আরও একখানি কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তাহার নাম—'হিন্দুরত্ন কমলাকর'। এ-সংবাদটি এতদিন জানা ছিল না। সম্প্রতি ১২৬৩ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের (তৎকালে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত) ফাইল আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতেই 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্র-প্রকাশের কথা আছে। ১৮৫৭ সনের ৯ই মার্চ (২৭ ফাল্গুন ১২৬৩) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

"হিন্দুরত্ন কমলাকর।—পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে 'রসরাজ' পত্রে কেবল দেশীয় মহামহিমদিগের গ্লানি প্রকাশ হইবাতে ঐপত্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য জগদ্বৈরী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইওাইটেং সধর্ম্মী হিন্দুমহাশয়েরা তাহাকে উৎসন্নপ্রোৎসন্ন দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বধ করিতে কোন হিন্দু অগ্রসর হইবেন? এই নিমিত্ত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া 'রসরাজ' বিদায় দিতে বলিলেন,* রসরাজ সম্পাদকের কপালে শেষ দশায় কারাবাস নাই সুতরাং মানে মানে তিনিও স্বীকার করিলেন, ১৪ ফাল্গুন দিবসে 'রসরাজ' পরিবর্ত্তে 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এইক্ষণে হিন্দু হইলেন না হইয়াই বা কি করেন মনে মনে ভাবিলেন যে সকল শ্রাদ্ধাদি অথবা হিন্দু শাস্ত্রানুগত ধর্ম্ম কর্ম্ম এতদ্দেশীয় লোকেরা করিয়া থাকেন তাহা সমুদায়ই মধ্যাদি শাস্ত্র মতে হইয়া থাকে, আমিও তাহাতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকি সুতরাং মধ্যাদি

---

* 'রসরাজ' পত্রের সঠিক প্রকাশকাল এতদিন জানা ছিল না। ১৮৫৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি (২৪ মাঘ ১২৬৩) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে :—

"রসরাজের মুণ্ডপাৎ।—জগদ্বঞ্চক বিশ্ব নিন্দক সম্বাদ রসরাজ নামা যে ঘৃণিত পত্র সপ্তাহে বারদ্বয় অত্র নগরে প্রকাশ হইতেছিল অতঃপর গত ২১ মাঘ সোমবাসরে কমল করে তাহার মুণ্ডপাৎ হইয়াছে, ঐ ঘৃণিত পত্র সন ১২৪৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ [২৯ নবেম্বর ১৮৩৯] সৃজন হইয়াবধি অকারণ দেশশুদ্ধ ভদ্র মহামহিম লোকদিগের কেবল গ্লানী নিন্দাবাদ গৃহচ্ছিদ্রাদি অনৃত রটনায় পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে জগদ্বৈরী হইয়াছিল বিশিষ্ট শিষ্ট সাম্প্রদায়িক লোকেরা লজ্জা মানাদির ভয়ে কিঞ্চিৎ২ উৎকোচ দিয়া মল প্রণালীর মুখ বন্ধের ন্যায় রসরাজের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিতেন দুর্গন্ধ আর না নির্গত হয় আবার কোন২ পরাক্রমী লোকের হস্তে পড়িয়া বারম্বার প্রহারিত হইয়াছে, মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর, লালা ঈশ্বরী প্রসাদ বাবু ইঁহারা সুপ্রীম কোর্টের ইওাইটেং রসরাজ বাহাদুরকে চৌরঙ্গীর ১ নম্বরের শ্রীঘরে পুরিয়া ৬ ছয় ছয় মাস বিলক্ষণ সুখ ভোগ করাণ তাহাতেও ঐ হায়াহীনের লজ্জা হয় নাই যেমত দস্যু তস্করেরা বারম্বার রাজ দ্বারে প্রহারিত কারাভোগ করিয়া আসিয়াও সেই অসৎকর্ম্মে অবিলম্বে প্রবর্ত্ত হয় রসরাজের সেইরূপ স্বভাব ছিল, পরন্তু গত ২৮ অগ্রহায়ণের রসরাজে বিধবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্ব্ব মান্য দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ করাতে ভুবন মান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মুণ্ডপাতার্থে দণ্ডধর হইলেন, বীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্রীলশ্রীমহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে রসরাজের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই রসরাজ মহাবিপদে পড়িয়া প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল, বারং এই তিনবার এবার জজ সাহেবেরা অল্পে ছাড়িতেন না গত বৎসর কৌনসুলি সাহেবেরা প্রকাশ্য রূপে যে গুণ পরিচয় দিয়াছিলেন জজ সাহেবেরা তাহা বিস্মৃত হন নাই এবারে খর্পরে পড়িলেই আশুর তনয়ের ভবনে প্রেরণ করিতেন এই ভয়ে রসরাজ অবনত হইয়া রাজা বাহাদুরের কমলকরে আত্ম সমর্পণ করতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে আপদেরশান্তিঃ হইয়াছে, দেশস্থ ভদ্র লোকেরা ক্রুর দুঃশীল নাস্তিক দুর্জ্জনের দুর্ব্বাক্য হইতে রক্ষা পাইয়াছেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর চিরজীবি হউন......।"

শাস্ত্রানুগত হইয়া চলাই আমার উচিত কর্ম্ম, এরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করতঃ হিন্দু হইয়াছেন, এইক্ষণে স্বধর্ম্মে থাকিবেন, বেধর্ম্মাচরণ করিবেন না, আমরাও ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, যেমন কোন বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ স্বীকার করিলে সুখী হইতাম তদ্রূপ হইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল না, কমলাকরে লিখিয়া বসিয়াছেন যে 'এমন একখানী সমাচার পত্র দেখিতে পাইনা যে হিন্দু ধর্ম্মপক্ষে একটী কথা কহিয়া উপকার করে' ইহা যতদুর পর্য্যন্ত সংগত তাহা সুধীতম পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিয়া দেখিবেন? আমরা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে প্রাণপণ করিয়াছি, এবং চন্দ্রিকায় হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে যাহা লিখিয়া থাকি তাহাই সাক্ষী রাখিলাম, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা কখন দেখেন নাই ইঙ্গরেজী জানিলে পরে হিন্দুইন্টেলিজেন্স পত্র সম্পাদক হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে যত্নশীল কিনা জানিতে পারিতেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

'সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন।—ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ করুন, উপস্থিত কাল কালরূপ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম্ম গ্রাসে কাল বেশ ধারণ করিয়াছে, কালভয়ে হিন্দু জাতির ধর্ম্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় ধর্ম্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম দুর্ব্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ রাজাজ্ঞা পরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্ম্মের দুর্ব্বলতায় কেবল মনোব্যথায় কাল বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানী সমাচার পত্র দেখিতে পাইনা হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষে একটী কথা কহিয়া উপকার করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মান্যবর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশ ক্রমে আমরা 'হিন্দু রত্ন কমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষায় অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করুন, ইহার মূল্য অধিক নয়, মাসে অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র, সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু মহাশয়েরা সানুকূল হইয়া ক্রমোন্নতি দেখাইলে এক বৎসর মধ্যেই আমরা সপ্তাহে বারদ্বয় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি মঙ্গলবারে এই আকারে প্রচার করিয়া হিন্দু মহাশয়গণের স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিষয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিব ইতি। হিন্দু রত্নকমলাকর সম্পাদকানাং।' "

পরিশিষ্ট

শিক্ষা

'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের চারি বৎসর পরে, 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কলিকাতার ২৩নং কলুটোলা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৮২২ সনের ৫ই মার্চ। ১৮২৯ সনের এপ্রিল মাসে ইহা দ্বিসাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়।

'সমাচার চন্দ্রিকা' সে-যুগের গোঁড়া হিন্দুসমাজের মুখপত্র ছিল। ইহার সম্পাদক ছিলেন—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকার কণ্ঠদেশে লেখা থাকিত :—

সদাসমাচারসুধাংশুলাপিকা, পদার্থচেষ্টা পরমার্থদায়িকা

বিজ্ঞ ভক্তেসর্ব্বমনোনুরঞ্জিকা শ্রিয়াভবানীচরণস্তচন্দ্রিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত রামকমল সিংহ মহাশয় ১২৩৮ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনেকগুলি জীর্ণ ও খণ্ডিত সংখ্যা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সেগুলি ব্যবহার করিতে দেওয়ায় বর্ত্তমান পরিশিষ্টটি সংকলন করা সম্ভব হইল।

(১২ মে ১৮৩১। ৩০ বৈশাখ ১২৩৮)

বালকদিগের এক্ষণে যে প্রকার রীতিতে ইংরাজী বিদ্যাভাস হইতেছে ইহাতে তচ্ছাস্ত্রে বিলক্ষণ পারগ হইতে পারে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলিন রীতি পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয় অর্থাৎ আমেরিকাদি নানা দেশের পূর্ব্বকালের রাজারদিগের বিবরণ এবং তদ্দেশীয় পর্ব্বত নদ্যাদির বৃত্তান্ত শিক্ষা না করাইয়া এপ্রদেশের হিন্দু ও মোসলমান রাজারদিগের উপাখ্যান এবং কোন রাজার অধিকার কত দূর পর্য্যন্ত আর কোন অধিকারে কোন২ তীর্থ পর্ব্বত নদী ইত্যাদি বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় রচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ করাইয়া ইহাদিগকে শিক্ষা করাইলে ভাল হয় তাহাতে ইহারা উভয় ভাষায় পারগ এবং দেশের বিবরণে বিজ্ঞ হইবেক অপর হিন্দু সকলের মধ্যে উত্তম২ রাজা ছিলেন এবং অদ্যাপিও আছেন ইহা বোধ হইতে পারে আর নদী পর্ব্বত ও তীর্থাদি জ্ঞান হওয়ার আবশ্যকতা বটে কিন্তু আমেরিকাদি দেশের উক্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলে ইহারদিগের পক্ষে কি উপকার হইবেক বরঞ্চ দোষের সম্ভাবনা কেননা এতদ্দেশে রাজা বা উক্ত বিষয় কিছু আছে কিম্বা ছিল ইহা উহারদিগের মনে স্থান পাইবেক না ইত্যাদি দোষ সমূহ বুঝিতে পারি এক্ষণে ইডুকেশিয়ান্ কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন—

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

প্রভাকর পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব যিনি হিন্দু কালেজের শিক্ষক ছিলেন তৎ কর্ম্মহইতে সংপ্রতি বহিষ্কৃত হইয়াছেন তিনিও এক্ষণে 'ইষ্টইণ্ডিয়েন' নামক এক সমাচার পত্র প্রকাশ করিবেন—

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু।—৫৮৮ সংখ্যক চন্দ্রিকাতে আমি এক পত্র লিখিয়া ছিলাম তাহার তাৎপর্য্য মেছুয়াবাজারের উত্তরে যে এক ইংরাজী পাঠশাল হইয়াছে তাহাতে বালকেরা বাইবেল পাঠ করে ইহাতে কিপ্রকারে হিন্দুয়ানি থাকিতে পারে ঐ পত্রিকাবলোকনে ১৬ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে তৎপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে—

"পত্রপ্রেরকের প্রতি আমারদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত মহাশয়ের কথিত বিদ্যালয়ের বিশেষানুসন্ধান থাকিবেক অতএব তেঁহ যদি বাইবেল মাত্র অধ্যায়ি বালকদিগের রীতি নীতি স্বভাবজাতি বিস্তার করিয়া প্রকাশ করেন তবে তদ্বিষয়ে বিবেচনার আবশ্যকতা হইবেক নতুবা উক্ত ছাত্রেরা যদি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি না হন তবে তদুল্লেখে হিন্দুদিগের প্রয়োজনাভাব মাত্র।"

উত্তর ঐ পাঠশালার মধ্যে বালকেরা কি কি গ্রন্থ পাঠ করে তাহা বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখি নাই স্থূল এই শুনিয়াছি মিসেনরি শ্রীযুত পাদ্রি ডব সাহেব ঐ বিদ্যালয়ের অধিপতি এবং শ্রীযুত রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় তাহার তত্ত্বাবধারক এবং সেখানে ব্রাহ্মণাদি নানা বর্ণের বালকেরা পাঠার্থী হইয়াছে পাঠ বিষয়ে শুনিয়াছি শ্রেণী বিশেষে পুস্তকাদির বিশেষ আছে কিন্তু বাইবেল পাঠ্য অবশ্যই হয় যে সকল বালকের অত্যল্প পাঠ তাহাদিগকে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাইবেল শ্রবণ করান যে কালে তাহারা ঐ পাঠ শ্রবণ করে তৎকালের এই নিয়ম আছে বালক সকল অধোবদন করিয়া চিত্ত স্থির করণ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক ইহার অন্যথা হইলে সে বালক দণ্ডার্হ হয়—কস্যচিৎ যোড়াসাঁকোনিবাসিনঃ।

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্যের ইংরাজী বিদ্যালয়।—অনেকেই অবগত আছেন এতন্নগরে গরান হাটায় শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অরিএন্‌টেল সিমিনরি নামক এক ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসের পাঠশালা স্থাপনা করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়া স্বয়ং অধ্যক্ষতা করণপূর্ব্বক বালকদিগকে বিলক্ষণ রূপে সুশিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে কোনমতেই নাস্তিক হইতে পারিবেক না ইহাতে অনুমান হয় আঢ্য মহাশয় অতি ত্বরায় বিলক্ষণ আঢ্য হইবেন যেহেতু যেসকল পাঠশালায় ইংরাজী পড়িয়া বালকেরা নাস্তিক হয় ভদ্রলোকেরা তাহা প্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে যাঁহার অনিচ্ছা হইবেক তিনি বালককে ইংরাজী বিদ্যা উপার্জ্জনের দ্বারা আঢ্য করণাশয়ে আঢ্যের নিকট অবশ্যই পাঠাইবেন সুতরাং ইহাতে আঢ্য বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর সন্তান পাঠার্থী হইলে ঐ গুণী মহাশয় কেননা ধনী হইবেন ভাল আমরাও তাঁহার ধার্ম্মিকতা গুণ শ্রবণে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং মদেকাত্মীয় বিজ্ঞবর সম্বাদ: প্রভাকর সম্পাদকেরো এতদ্রূপ অভিপ্রায় বটে যেসকল বালক ত্যক্ত হইয়া অন্য পাঠশালায় গমন ত্যাগ করিয়াছে তাহারা ঐ পাঠশালায় গমন করিলে ভাল হয়—

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২৮ ভাদ্র ১২৩৮)

পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।—

ওরিএন্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয়।
এতন্নগরী মধ্যে গরান হাটায়॥
ঐ * . * শুন বিবরণ।
ইংরাজ শিক্ষকতায় আছে তিনজন॥
স্থাপক তাহার হন আঢ্য মহাশয়।
নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায়॥
সুশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ।
উক্ত শ * * বিদ্যা তাঁদের আছয়ে অশেষ॥
তার মধ্যে * * * *ল নামে একজন।
প্রধান শিক্ষক তিনি অতি বিচক্ষণ॥
প্রথম * * * শ্রেণী তাঁহার অধীন
স্বয়ং সকলকে পাঠ দেন প্রতিদিন॥
ঐ শ্রেণীর পাঠ * * * অর্থ ভাল পায়।
বিলক্ষণ উচ্চার* * * *র শুনা যায়॥
তাহার পরের শ্রেণী তৃতীয় চতুর্থ।
লাডলিমোর নামে তার শিক্ষক সমর্থ॥
প্রেনটেল * * তিনি সুবিখ্যাত অতি
তথায় * * * শ্রেষ্ঠ ছিলেন সুমতি॥
উক্ত দুই শ্রেণী আছে তাঁহার অধীনে।
তাঁর অধীনের বৃদ্ধি হয় দিনে২॥
পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীর শুন বিবরণ।
সেবেজ নামক এক শিক্ষক সুজন॥
স্পেলিংআদি নানা গ্রন্থ পড়ে তাঁর কাছে
তাহাতেই তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছে॥
যেহেতু বালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ।
এবং কিঞ্চিৎ পারে কথোপকথন॥
অতএব নিবেদন করি মহাশয়।
বালককে শিক্ষাইতে বাঞ্ছা যার হয়॥
উচিত তাঁহার ঐ স্থানেতে পাঠান।
রাখিয়া আপন ধর্ম্ম হইবে বিদ্বান॥

আমার লিখনে যদি প্রত্যয় না হয়।
তথায় গমন করি জানিবা নিশ্চয়॥
সংক্ষেপেতে রচিলাম সব বিবরণ।
উপহাস না করিবেন এই নিবেদন।

কস্যচিৎ পত্র প্রেরকস্য।

আমরা···পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যদ্যপি ইংরাজী বিদ্যা বালককে শিক্ষা করাইতে হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাইলে ভাল হয় আমরা বিশেষ অবগত হইয়াছি শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অতি ধার্ম্মিক এবং বালকগণের যাহাতে সুরীতি হয় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ আছে।

সাহিত্য

(২৮ এপ্রিল ১৮৩১। ১৬ বৈশাখ ১২৩৮)

শব্দকামধুরাভিধান সংক্ষেপ বিজ্ঞাপন।—এতন্মহানগরে বিবিধ বুধকর্তৃক বিবিধ বুধ মনোরঞ্জক শব্দার্থাববোধজনিত সংশয় প্রভঞ্জক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া যদ্যপি বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমূহের সমূহোপকারক হইতেছে তথাপি তত্তদ্গ্রন্থালব্ধ ফল প্রাপ্তি নিমিত্ত স্ববুদ্ধ্যনুসারে নানাবিধ শাস্ত্র এবং অমরসিংহ কৃতাভিধান একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহহইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর প্রসিদ্ধ ঋষিপ্রণীত ও সাধু ব্যবহৃত ও চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগি প্রচলিত যাবনিক শব্দের রূঢ়ি যৌগিক বিশেষে অকারাদি ক্ষকারান্ত সুশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্দকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক এতৎ সংগ্রহে পর্য্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অন্তিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিহ্ন বিশেষের সহিত নানার্থ ও একার্থ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক যথা অগ্নিশব্দ বোধার্থে অগ্নিবোধক শব্দ সকল এবং ক শব্দার্থে ব্রহ্মা ও বায়ু ইত্যাদি কিন্তু বকারদ্বয়ের বিশেষ চিহ্নাভাবে ভিন্নশ্রেণী করণে প্রয়োজনাভাব ইহাতে যদ্যপি কোন মহাশয়েরা উক্তাক্ষর দ্বয়ের ভেদ করিতে লেখেন তাহা অবশ্য করা যাইবেক এতদ্বিষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুক্লেশে সম্পন্ন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি অতএব উত্তম বিচক্ষণ জন গণ কর্ত্তৃক বিবেচনাপূর্ব্বক সংশোধনানন্তর উত্তম প্রশস্তাক্ষরে মূল এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে তদর্থ শ্রীরামপুরের বা পাটনাই কাগজে এবং উত্তম মসীদ্বারা চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইয়া চর্ম্মাদি সহ বদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক উক্ত গ্রন্থের পরিসর অর্দ্ধতা পরিমাণের ন্যূনাতিরিক্ত ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইহাতে পদ্য গদ্যাদি রচনাবিষয়ে যে উপকার তাহা এতদ্গ্রন্থবরাবলোকনে অবিদিত থাকিবেক না অপর পণ্ডিত ত্রয়ের এবং সংগ্রহকারের নাম নিম্নভাগে স্বাক্ষরিত হইল উক্ত গ্রন্থের ব্যয়ানুকূল্য মূল্য নিরূপণে অসমর্থ অনুমান ন্যূনাধিক ৮ অষ্ট অথবা ১০ দশ মুদ্রা হইতে পারে কিন্তু স্বাক্ষরকারিভিন্নান্য

ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মূল্যের আধিক্য হইবেক অতএব উক্ত গ্রন্থগ্রহণে যাঁহারা ইচ্ছুক হইবেন অনুগ্রহপূর্ব্বক চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরণ করিলেই গ্রন্থ সমাপনানন্তর অবিলম্বে তৎসমীপে প্রেরণ করা যাইবেক ইতি—

পণ্ডিতত্রয়নামানি

শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার

শ্রীরাধাকান্ত ন্যায়ালঙ্কার নিবাস বহুবাজার

শ্রীসনাতন সিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার

সংগ্রহকারস্তনাম

শ্রীচৈতন্যচরণ অধিকারী নিবাস বহুবাজার

(২ মে ১৮৩১ । ২০ বৈশাখ ১২৩৮)

পুস্তক বিক্রয়।—পশ্চাৎ লিখিত পুস্তক সকল চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে যাঁহার আবশ্যক হয় ঐ যন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন—

পুস্তক		মূল্য
কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডী	—	৬
ভগবদ্গীতা	—	৫
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী	—	৩
রামায়ণ আদিকাণ্ড ভাষা	—	৩
জয়দেব	—	৩
অন্নদামঙ্গল	—	৪
বিদ্যাসুন্দর	—	২
চন্দ্রকান্ত	—	২
চন্দ্রবংশোদয়	—	২
দণ্ডিপর্ব্ব	—	৩
হাতেমতাই	—	৪
তুতিনামা	—	২
ঊষাহরণ	—	২
সারদামঙ্গল	—	১।০
দেবীমাহাত্ম্যচণ্ডী	—	১
দায়ভাগ	—	২
দ্রব্যগুণ	—	২
জ্যোতিষ	—	১

কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক	—	১
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	—	২
নলদময়ন্তী উপাখ্যান	—	১
রত্নমালা	—	৩
রাসপঞ্চাধ্যায়	—	২
চোরপঞ্চাশিক	—	২
কবিতা রত্নাকর	—	৩
পার্সি ও ইংরাজী ডেক্সনরি	—	৬
হিতোপদেশ	—	৩৷৹
রোগান্তকসার	—	২
বেতালপঞ্চবিংশতি	—	২
ন্যায়দর্শন	—	৩
কলিকাতা কমলালয়	—	১
নববাবু বিলাস	—	১
দূতী বিলাস	—	২
পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগ সার মাধব সুলোচনা উপাখ্যান	—	১
আনন্দলহরী	—	১
বিদগ্ধমুখমণ্ডল	—	।৹
রসমঞ্জরী	—	৷৷৹
প্রাচীন পদ্যাবলী	—	৷৷৹
তীর্থ কৈবল্য দায়ক	—	।৹
আদিরস	—	।৹
সংসার সার	—	৷৷৹
লক্ষ্মীচরিত্র	—	।৹
চাণক্য শ্লোক	—	৸৹
শঙ্করী গীতা	—	৷৷৹
মহিম্নঃস্তব	—	৷৷৹
শ্রীমতী রাধিকার সহস্রনাম	—	৷৷৹
গঙ্গারস্তোত্র	—	।৹

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২১ ভাদ্র ১২৩৮)

পুস্তক বিক্রয়।...

পুস্তক		মূল্য
শ্রীমদ্ভাগবতসার	—	৬॥০
বত্রিশ সিংহাসন	—	৩
মাধবসুলোচনার উপাখ্যান	—	১
১২৩৮ সালের পঞ্জিকা	—	১
জ্ঞানকৌমুদী	—	৩
ভগবতী গীতা	—	২
মাধবমালতীর উপাখ্যান	—	৩

... ...

(১২ মে ১৮৩১। ৩০ বৈশাখ ১২৩৮)

বর্ত্তমান সময়ে ছাপা যন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে নানা প্রকার গ্রন্থ হইতেছে ইহা লোকোপকার বটে কিন্তু তন্মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে অনেক বিষয় গৌড়ীয় ভাষায় তরজমা অর্থাৎ ভাষান্তর হইয়া প্রকাশ হইতেছে ইহাতে যদ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ তদ্ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তি দিগের উপকার আছে ইহা স্বীকার করি কিন্তু কালে সংস্কৃত লোপ হইতে পারে এমত বোধ হয় যেহেতু পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থ ছাত্রেরা লিখিয়া পাঠ করিতেন এবং বিষয়ি লোকেরাও কাহার২ কোন২ গ্রন্থের মধ্যে কি আছে তাহা শ্রবণে বাঞ্ছা হইত তজ্জন্য কেহ২ গ্রন্থ লেখাইতেন কেহবা তত্ত্ব করিয়া কোন স্থান হইতে আনাইয়া পণ্ডিত দ্বারা অবগত হইতেন ভাষা হওয়াতে না পণ্ডিতের আবশ্যক হয় না গ্রন্থ প্রস্তুত করাইবার প্রয়োজন হয় যদিও রাজসংক্রান্ত সাহেব লোকেরা মন্বাদি শাস্ত্রের কোন২ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছেন কিন্তু তাহা নাগরাক্ষরে এবং কেতাব হইয়া থাকে এজন্য এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের বড় প্রয়োজনার্হ হয় না অতএব আমার দিগের অভিপ্রায় সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবিকল প্রাচীন পুস্তকের মত মুদ্রিত হইলে ভাল হয় এই বিবেচনায় আমরা শ্রীমদ্ভাগবত মহা পুরাণ উক্ত রীতি ক্রমে সটীক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন—

এক্ষণে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও অমরসিংহ কৃতাভিধান এবং ভরত মল্লিক কৃত উক্তাভিধানের টীকা পৃথক২ গ্রন্থ করিয়া মুদ্রিত করিব। অপর মনু কুল্লুক ভট্টের টীকা সহিত উত্তম কাগজে বড় ছোট অক্ষরে মূল ও টীকা প্রাচীন পুস্তকের ন্যায় পত্র করিয়া মুদ্রিত করণে উদ্যোগ করিতেছি অপর মনু স্মৃতির বড় অক্ষরে মূল ও তদীয়ার্থ ক্ষুদ্রাক্ষরে গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত হইয়া কেতাবের ন্যায় প্রস্তুত হইবেক...।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩১। ১৪ ভাদ্র ১২৩৮)

আরব্যইতিহাস সারসংগ্রহ।—বিজ্ঞবর মহাশয়েরদের গোচরার্থ নিবেদন যে আরেবিয়ান নাইট্‌স এনটরটেনমেণ্ট নামক ইংরাজী পুস্তকের অতি মনোরঞ্জক এবং উত্তম২ ইতিহাসের সারসংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা গিয়াছে আর চন্দ্রিকা-যন্ত্রালয়ে শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে অতি সুস্পষ্ট ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক। উক্ত পুস্তক যাঁহার২ লওনেচ্ছা হয় তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই যন্ত্রালয়ে গ্রাহকত্বসূচক স্বনাম স্বাক্ষরিত পত্র পাঠাইবেন অথবা অনুষ্ঠান পত্র চাহিয়া পাঠাইলে তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইবেক —

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৭ আশ্বিন ১২৩৮)

বাঙ্গালা ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওনাবধি অনেকানেক ভাগ্যবৎ বিদ্বান্ মহাশয় কর্ত্তৃক অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে যদ্যপিও তাহার তাবৎ সংবাদ আমরা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করি নাই তথাপি কএক জনের বৃত্তান্ত লিখি ৺মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর ও তৎপুত্র শ্রীযুত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল করুণানিধানবিলাস ও * * প্রবোধপ্রদীপন ব্যবহারমুকুর ইত্যাদি লোকোপকারক কএক খানি ভারি২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা বিনামূল্যে সকলকে প্রদান করিয়াছেন। এবং শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণতোষণী ক্রিয়াম্বুধি শব্দাম্বুধি ইত্যাদি মুদ্রিত করান্ তাহা অধ্যাপকাদিকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব অনেক২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তন্মধ্যে মহোপকারি অতিভারি শব্দকল্পদ্রুম নামক এক অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন ইহার দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিতরণ হইয়াছে আর এক খণ্ড অদ্যাপিও শেষ হয় নাই…। শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর পাষণ্ডপীড়নাদি কএক গ্রন্থ হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে প্রদান করেন তাহাতে তাঁহার অনেক ধন ব্যয় হয় এবং শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন আসাম বুরঞ্জি নামক এক গ্রন্থ * *।

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

রিফার্ম্মর।—এতন্নগরের বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসি শ্রীরাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম্ম করেন ঐ সেনজ বঙ্গদূত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক হইবেক এবং তিনি রিফার্ম্মর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় মাস ত্রয়াধিক হইবেক তৎ পত্রে যে যে বিষয় প্রকাশ পাইতেছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন সংপ্রতি গত ২৬ এপ্রিল ১৩ সংখ্যক রিফার্ম্মর পত্রে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ নামক কোন ব্যক্তি এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই এতৎ প্রদেশীয় লোক সকল অজ্ঞান

এবং ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে যে সকল কর্ম্ম করে তাহা তাবৎ তোমার সংবাদ পত্র দ্বারা দূর হইবেক এবং একণে যেপ্রকার সুশিক্ষা হইতেছে ইহারো ফল দর্শিবেক তাহা হইলেই এতদ্দেশীয়রা প্রশংসনীয় পাত্র হইবেন—

এই ঘোষজকে আমরা জ্ঞাত নহি জ্ঞাত থাকিলে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ করিতাম আমরা এক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে জ্ঞাত আছি তিনি মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভাগিনেয় সেই সংসারে থাকিয়া তথাকার রীতি নীতি ধারা বর্ত্ম এবং পার্সি ইংরাজী বাঙ্গালা আদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত বটেন অপর রাজা বাহাদুরের পরলোক হইলে রাজকুমারের দিগের মধ্যে যাঁহারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেই সকল কুমারেরা ঐ ঘোষজ বাবুর অধীনতায় সুশিক্ষিত হইবেন এমত ভার তাঁহার প্রতি আছে অতএব বুঝিতে পারি ঐ ঘোষজ বাবু এ পত্র না লিখিয়া থাকিবেন কেননা প্রকাশ পত্রে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এতাদৃশ বিদ্যা প্রকাশ করা অপূর্ব্ব বিদ্বান না হইলে হইতে পারে না যাহা হউক ঘোষজ যেমন নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন ধাম প্রচার করিলে তাঁহার বিষয়ে আমরা লেখনীকে ক্লেশ দিতাম না—

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮)

আমরা গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় স্বীকার করিয়াছিলাম যে সারসংগ্রহ নামক এক সংবাদপত্র প্রকাশ হইবেক···।

উক্ত পত্র প্রকাশেচ্ছু মহাশয়ের অভিপ্রায় তাবৎ * * * সমাচারের মর্ম্ম এবং অবিকল প্রেরিত পত্র সংগ্রহপূর্ব্বক প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিবেন। ইহাতে আমারদিগের বক্তব্য এই যে এবিষয় হইলে বড় ভাল হয় কেন না একণে ১২ বার টা বাঙ্গালা সমাচারপত্র প্রচার হইতেছে ইহার তাবৎ পত্র একজনে লইলে প্রতিমাসে তাঁহাকে ১২ বার টাকা দিতে হয় ইহা যদি দুই টাকায় পাওয়া যায় তবে লোকোপকার বটে কিন্তু ইহা কিপ্রকারে সম্পন্ন হইবেক তাহা আমারদিগের উপলব্ধি হইতেছে না কেন না প্রায় তাবৎ কাগজ প্রতিবারে দুইতা করিয়া প্রকাশ হয় ইহাতে সারসংগ্রহ পত্র প্রতি সপ্তাহে ১৪ তা কাগজের ন্যূনে সম্পূর্ণ হইবেক না…।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৪ ভাদ্র ১২৩৮)

রত্নাকর।—গত ৭ ভাদ্র অবধি রত্নাকর নামক সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে এ সংবাদ গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি…।

(৩ অক্টোবর ১৮৩১। ১৮ আশ্বিন ১২৩৮)

নাস্তিকের গুরুর শাস্তি।—হরকরা পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইণ্ডিয়ান ইষ্টনামক পত্র সম্পাদক শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব তিনি টিট ফারটেট নামক এক ব্যক্তির সহিত স্বীয় পত্র দ্বারা * * বিবাদ করিয়া * * *।

(৬ জুন ১৮৩১। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—

বাঙ্গালা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে—

এই অপূর্ব্ব সমাচার দর্পণাবতারের পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে বাঙ্গালা সমাচার পত্র নামে কোন পদার্থ আছে। উত্তর ঐ লেখক মহাশয় বুঝি এতন্নগরবাসী না হইবেন কেননা ৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয়া তাঁহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট' যে প্রথম মুদ্রিত বাংলা সংবাদপত্র তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এ-সম্বন্ধে ১৩৩৮ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত আমার 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' প্রবন্ধ পঠিতব্য।

সমাজ

(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮)

হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না কেননা পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম্ম সুসম্পন্ন পূর্ব্বক বহুধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ইহাতে ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে নানা প্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন যদি বল তখনকার মুৎসদ্দি মহাশয়রা ভাল ইংরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে ঢেকি যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎসদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন টুমেন ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয় ইত্যাদি ইহা হইতে পারে ইংরাজেরদিগের প্রথমাধিকার সময়ে তদ্ভাষায় বহুতর লোক সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাঁহারা ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন এবং কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অপর তৎপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল মুৎসদ্দি হইলেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ ইহা দেশ বিখ্যাত আছে তন্মধ্যে কএকজনের নাম লিখি শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ত শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য শ্রীযুত

বাবু নীলমণি দে প্রভৃতি বর্ত্তমান এতদ্ভিন্ন মৃত ব্যক্তিদিগের নাম লিখিবার আবশ্যক করে না এই সকল লোক যে প্রকার ধার্ম্মিক এবং কর্ম্মক্ষম তাহা কেনা জ্ঞাত আছেন। অপর তৃতীয় শ্রেণীতে গণ্য মুৎসদ্দি ও জমীদার শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি ইঁহারা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় পারগ তাহা অনেক বাঙ্গালি ও ইংরাজ জ্ঞাত আছেন ইঁহারা কেহ আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম অমান্য করেন নাই এবং নিষ্কর্ম্মান্বিত কখন নহেন ইঁহারদিগের মধ্যে কেহ গ্রন্থকর্ত্তা কেহ দেওয়ান কেহ সেরেস্তাদার কেহ খাজাঞ্চি অর্থাৎ তাবতেই প্রায় বিশ্বস্ত কর্ম্মে এবং উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন—

এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল যদি ঐ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে তাহা কোন মতেই নহে কেননা কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব লোক বেদিক নাস্তিককে কখন উচ্চ পদে বা বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় আছে যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম্ম না হয় সে অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাঁহারা জানেন না তৎ প্রমাণ যে সকল বালক ভাল ইংরাজী জানে তাহারা কেহ কোন পাঠশালায় টিচর কেহ বা ১৬ টাকার কেরাণি কেহবা অভিমানী ঘরে বসিয়া আছে কেবল পারিতোষিক যেপুস্তক গুলিন পাইয়াছিল তাহাই পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের নিকট যাইতে পারে না গেলেই নাস্তিকতা দোষের সমুচিত ফল পাইবেক সে ভয় আছে ঐ সকল অভাগারা ইহা কি কিছুমাত্র বিবেচনা করে না—

ইংরাজী পড়িলেই নাস্তিকতা করিতে হয় এমত নহে এক্ষণে ইহারদিগের আহারের সংস্থান আছে পিত্রাদি বর্ত্তমান তাঁহারা স্নেহপ্রযুক্ত তাহার অন্যথা করিতেছেন না কিন্তু ইহারদিগের দশা পরে কি হইবেক বলা যায় না অনুমান করি আধুনিক খ্রীষ্টীয়ানদিগের দশা প্রাপ্ত হইবেক অনেকে শুনিয়া থাকিবেন ইশুখ্রীষ্ট ভজিবার যখন প্রথম গোল উঠিল তখন কোন২ হতভাগ্যের মনে এমনি স্থির হইয়াছিল যে খ্রীষ্টিয়ান হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী আর এক লক্ষ টাকা পাইব এই প্রাপ্ত্যাশায় কএকজন ইতরজাতি মজিয়া ছিল এক্ষণে তাহারা কেহ বাগানের মালি কেহবা দরয়ান কেহবা খেজমতগার হইয়া দিন পাত করিতেছে এই নাস্তিকদিগের ভাগ্যে তাদৃশ অবস্থা হইবেক ইহার সন্দেহ নাই অতএব ঐ বালকদিগের পিত্রাদিকে কহি তাঁহারা স্বয়ং পারেন অথবা রাজ দ্বারে নিবেদন করিয়াই বা হউক যাহাতে হয় তাহারদিগের নাস্তিকতা দূর করুন—

পাঠকবর্গ নিকট প্রার্থনা করি এই বিষয় বারম্বার লেখাতে বিরক্ত হইবেন না কেননা কথক গুলিন লোক একেবারে নষ্ট হয় যদি চেষ্টার দ্বারা কিছু ফল দর্শে তবে মহোপকার বটে নতুবা কএক ছোঁড়ার কথা লিখিয়া চন্দ্রিকার অৰ্দ্ধেক স্থান পূর্ণ করিবার আবশ্যক কি—

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন কলি প্রবল এবং অদৃষ্ট বশত যাহা হয় তাহার অন্যথা করিতে কে পারে ইহা শাস্ত্র লিখিত আছে—

উত্তর হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক বিষয় লেখা আছে তাহা তিনি তাবৎ বিবেচনা করিলে এমত লিখিতেন না অদৃষ্ট যাহা আছে তাহাই হইবেক একথায় নির্ভর করিয়া কেহ ব্যাঘ্রাগ্রে গমন এবং বিষ ভোজন করে না এবং ব্যাধি হইলে ঔষধ সেবন করিবার আবশ্যক হয় অতএব কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া না থাকিয়া পুরুষার্থ দ্বারা যত্ন করিবেক তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি না হইলে যত্ন কর্ত্তার দোষাভাব—

অপর শাস্ত্রে আছে ম্লেচ্ছদিগকে ভগবান মূর্চ্ছিত করিবেন এই বচনোপলক্ষ্যে এক্ষণে তাবৎ সাহেবদিগকে কি অমান্য করিতে হইবেক অতএব সে সকল সময়ের অনেক বিলম্ব আছে এক্ষণে কলির সন্ধিমাত্র জানিবেন ঢেউ দেখিয়া নৌকা ডুবাইতে হয় না—

(৫ মে ১৮৩১ । ২৩ বৈশাখ ১২৩৮)

…কি খেদের বিষয় সাধারণের হিতাহিত বিষয়ে উক্ত [সতীর বিপক্ষ] লেখক মহাশয়রা কি মনে করিয়াছেন হিন্দুর শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবাদি দেবার্চনা এবং পিত্রাদির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম উঠিয়া গেলেই লোকের উপকার থাকাতে অনুপকার ইত্যাদি লেখা তাঁহারদিগের উচিত নয় এবং লিখিয়াও কিছুই করিতে পারিবেন না কেননা ঐ লেখকেরা মুখে যাহা কহেন সে প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন না শুনিতে পাই কেহ২ কহিয়া থাকেন গুরু পুরোহিতকে মান্য করিবার আবশ্যক কি যেহেতু সংসার নির্ব্বাহার্থে অনেকপ্রকার লোক চাহি অর্থাৎ ধোপা নাপিত গোয়ালা ভারি ইত্যাদি ঐসকল লোক মধ্যে উক্ত দুই জন। যাহার যে কর্ম্ম সে তাহা করে বেতন পায় তাহারদিগকে মান্য করিবার আবশ্যক কি ইত্যাদি সবলোটী লবলোটী কথা মুখে কহেন কিন্তু যখন গুরু বাটীতে পদার্পণ করেন তখন সপরীবারে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কুশলাদি এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন এবং দুর্গোৎসবাদি কর্ম্মও করিয়া ধন্যোহংকৃত কৃত্যোহং সফলং জীবিত মম ইত্যাদি মন্ত্রে স্তব করেন। ইহা দেখিতে শুনিতে পাইতেছি কোন ব্যক্তির পিতা বর্ত্তমান আছেন তিনি উড়িং ফুড়িং করিয়া কহেন কিছুই মানিনা কিন্তু তাঁহার বাপ মান্য করেন এবং তাঁহার মাতা তাঁহার কল্যাণে সর্ব্বদা উপবাস করণ পূর্ব্বক ৺ ষষ্ঠী মনসা শীতলা পঞ্চাননাদি দেব দেবী পূজা

করান অপর তাঁহার পুত্রাদির নিমিত্ত তাঁহার স্ত্রী উক্ত কর্ম্মের অন্যথা করিতে পারেন না অতএব হিন্দু ধর্ম্মে থাকিয়া কাহার সাধ্য নাই ইহা ত্যাগ করেন বা করান তবে লিখিয়া কহিয়া কেবল লোকের নিকট জানান হয় আমি অভাজন ঐ লেখকেরা ইহা বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

(৯ মে ১৮৩১। ২৭ বৈশাখ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—গত ৫৮৬ সংখ্যক চন্দ্রিকা পাঠ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যেহেতু মহাশয় যে কএক জন ধার্ম্মিক অথচ ইংলণ্ডীয় ভাষায় ভাল বিদ্বান দিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সত্য এবং তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে মান্য এবং অগ্রগণ্য খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ইহাদিগের নাম লিখিতে বুঝি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যেহেতু ইহারা উচ্চ এবং বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত আছেন এবং ধর্ম্মিষ্ঠ শিষ্ট তাহা কেনা জানেন পরে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তিরা ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগী ও নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎ প্রমাণ শ্রীযুত বাবু শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহারা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় বিজ্ঞ ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কাহার অগোচর আছে।

কেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহারা ধর্ম্ম দ্বেষী নাস্তিক তাহার দিগের উচ্চ বিশ্বস্ত পদ হওয়া দূরে থাকুক আপনার ভরণ পোষণ হওয়া ভার হইতেছে তৎ প্রমাণ মহাশয় লিখিয়াছেন আমিও যাহা জ্ঞাত আছি তাহা লিখি কেহবা দশ কেহবা ষোল টাকা বেতনে উকীল অথবা দরজীর বাটীতে চাকরি করে তাহাতেও কেহ২ বিশেষ রূপে অপমানিত হইয়া দূর হয় তাহার কারণ আপন২ বিদ্যার গৌরব প্রযুক্ত প্রভুর সহিত সমভাবে বাক্য কহিবায় ও অভিবাদন দ্বারা মর্য্যাদার লাঘব করিবাতে তাঁহারা রাগত হইয়া অমর্য্যাদা করণ পূর্ব্বক দূর করিয়া দেন অতএব সম্পাদক মহাশয় আমি বলি যে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া কি তাহারদিগের জ্ঞানোদয় হয়না হায় কি খেদের বিষয় আত্মাভিমানে মগ্ন হইলে বুদ্ধি একেবারে লোপ হয় আর আমার এতদ্বিষয়ে অধিক লিখিয়া পত্র বাহুল্য করিবার আবশ্যক নাই যেহেতু মহাশয় নাস্তিকতা দূর করাইবার জন্য বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়া বারম্বার লিখিতেছেন অলমতিবিস্তরেণ॥ কস্যচিৎ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণঃ।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

…এক্ষণে নূতন বাবুর দিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রাম বাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি বল্লীর কুক্রিয়া ভয় ও

লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ব্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন অতএব প্রার্থনা বর্ত্তমান নাস্তিক ও অহংব্রহ্ম জ্ঞানামি এবং স্বধর্ম্ম ত্যাগিরদের কুকর্ম্ম ভয়ে সাধু স্বধর্ম্ম পালক মহাশয়রা যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন তাহারদিগের দমনের সদুপায় মহাশয় ব্যতিরেকে উপায় দেখি না···। ৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল—শ্রী ম, বি, ।

(২৮ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৬ বৈশাখ ১২৩৮)

কুমার রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যু—আমরা মহাদুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি রাজা রামচাঁদ রায়ের পুত্র কুমার রাজনারায়ণ রায় জর বিকার রোগোপলক্ষ্যে গত ১৫ বৈশাখ বুধবার রাত্রি ১১ ঘণ্টার সময়ে স্বজ্ঞান পূর্ব্বক শ্রীশ্রী৺ গঙ্গাতীরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এই অশুভ সম্বাদে তাবতেই দুঃখিত হইবেন যেহেতু কুমার বাহাদুর অতি সুজন এবং উদার চরিত্র ব্যয়শীল পরোপকারক লোক ছিলেন বিশেষতঃ রাজার ঐ এক পুত্রমাত্র বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই অনুমান ৩৯ বৎসরের মধ্যে হইবেক—

(৫ মে ১৮৩১ । ২৩ বৈশাখ ১২৩৮)

বাবু হরসুন্দর দত্তের মৃত্যু।—আমরা খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরের হাটখোলা নিবাসী বিখ্যাত বংশোদ্ভব বাবু হরসুন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সজ্ঞান পূর্ব্বক ৺ তীর নীরে অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৬০ ষাটি বৎসর হইবেক ইঁহার মৃত্যু সংবাদে খেদ হইতেছে যেহেতু দত্ত বাবু অতি সুশীল এবং ধার্ম্মিক অবিরোধী সুবোধ লোক ছিলেন এবং দত্ত বংশের পূর্ব্বপুরুষের ধারাবাহিক ধর্ম্ম কর্ম্মের কোন প্রকারে অন্যথা করেন নাই এবং তাবতের সহিত শিষ্টতা ব্যবহার ছিল ঐ বাবুর অনুরাগ ভিন্ন কখন কোন কলঙ্ক শুনা যায় নাই—

(২ জুন ১৮৩১ । ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু—

গত ৩০ মে তারিখে জানবুল পত্রে এ মেম্বর আফ দি ধর্ম্মসভা ইতি স্বাক্ষরিত * * * * * যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য তরজমা করিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন—

শ্রীযুত জানবুল সম্পাদক মহাশয়। আমি মনে করি আপনি ইনকোয়েরর পত্র পাইয়া থাকিবেন ঐ পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় একব্যক্তি দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবে

তিনি হিন্দুকালেজ হইতে বহিস্কৃত হইয়া এক্ষণে শ্রীযুত হ্যার সাহেবের স্কুলে শিক্ষক তাঁহার নাম বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সাহস ও ধর্ম্ম বিষয়ের কিঞ্চিৎ রচনা করি—

ভাক্তার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। এবং উকীল রিকিট সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার প্রীত্যর্থে ইষ্টইণ্ডিয়ানেরা টৌনহালে খানা দিয়াছিলেন সেই খানায় এতদ্দেশীয় তিন চারিজন যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু বাবুদিগের দ্বারা যাঁহারা তৎ সুধাস্বাদনে নিবারিত হন ঐ চারি জনের মধ্যে ইনি একজন এ প্রযুক্ত নূতন সমাচার পত্র প্রকাশকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি—

(১৪ জুলাই ১৮৩১। ৩১ আষাঢ় ১২৩৮)

প্রতাপাদিত্য বংশ্য।—পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু।—* * কালীনাথ বাবুকে অনেকে এই মত জানেন যে টাকী নিবাসী রামকান্ত রায় পূর্ব্বের গবরনর জেনরল বাহাদুর হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্সীগিরি কর্ম্মে মকরর হয়েন সেই অবধি রামকান্ত মুন্সী নামে খ্যাত হইলেন তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ মুন্সী তৎপুত্র কালীনাথ মুন্সী ইহাঁর পরিচয় আমি আর জ্ঞাত নহি অর্থাৎ রামকান্ত রায়ের পিতৃ পিতামহাদির নাম কি তাহা জ্ঞাত নহি যদি দর্পণ প্রকাশক মহাশয় জ্ঞাত হইয়া থাকেন তবে লেখা উচিত হয় কেন না কালীনাথ বাবু কোন প্রতাপাদিত্যের বংশ্য তাহা প্রকাশ হয় * * প্রতাপাদিত্যের বংশ্য হন তবে তদবধি কালীনাথ বাবু পর্য্যন্ত কত পুরুষ হইল ইহাও সকলে জানিতে পারেন। অপর সে প্রতাপাদিত্য নির্ব্বংশ্য এ সন্দেহ তাবৎ লোকের ভঞ্জন হয়।

(২২ এপ্রিল ১৮৩১। ১০ বৈশাখ ১২৩৮)

অনেকের স্মরণ * * ১২৩১ সালে শ্রাবণ * * জ্বরের প্রাদুর্ভাব * * তিন দিবসের * * ঘরে২ ভ্রমণ করিয়া * *

সংপ্রতি তাদৃশ এক ক্ষুদ্র জ্বর রুদ্র অবতারের ন্যায় মহাবল প্রকাশ করিতেছে যদ্যপি ঐ ক্ষুদ্র আড়াই দিনের মধ্যেই দূর হয় কিন্তু যখন যাহাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর জর্জ্জরীভূত হয় তাহাতে সে ব্যক্তি এমত অজ্ঞান হয় যে শত২ যষ্টি মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিয়াছে—

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

কি দুঃখের বিষয় যিনি কলম ধরিতে শিখিয়াছেন তিনি কি জ্ঞান করেন আমার এই লেখনী হিন্দুর বান স্বরূপ। তিনি মনে যাহা করুন কিন্তু যাঁহার দিগের নিকট ঐ লেখকেরা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ সকল লেখককে হিন্দুর দ্বেষি ভিন্ন জানেন না এবং হিন্দু সকল তাঁহারদিগের লেখনীকে এক গাছ তৃণ ভিন্ন কখন অন্য কিছু জ্ঞান করেন না

যেহেতু তাঁহার দিগের লেখায় কিছুই হইতে পারিবেক না কেননা হিন্দু সকলের প্রতি যে দোষ দিয়াছেন তাহা সত্য নহে তৎ প্রমাণ দীন আতুরাদির প্রতি দয়া অতিথিসেবা সদাব্রত ইত্যাদিতে প্রকাশ আছে। বিদ্যালয়ে মনোযোগ নাই ইহাতে ঐ লেখককে কি বলিব তিনি জানেন না কালেজের ব্যয়ের নিমিত্ত যে চাঁদা হইয়াছিল সে টাকা কোন্ দেশের লোক দিয়াছেন—

অপর সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যা বিষয়ে যে সমাজ আছে তদ্দারা অবগত হইলেই জানিতে পারিবেন যে এতদ্দেশীয় মহাশয়রা কত ধন তদ্বিষয়ে দান করিয়াছেন। অপিচ সতীর বিষয় যথাশাস্ত্র এবং ধর্ম্ম ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধ আছে এই জন্য যাঁহার যাহা সাধ্য তাহাই দেন ইহাতে অল্প বা অধিক নিমিত্ত দোষ বা যশ কাহার নাই নচেৎ হিন্দু মধ্যে এমত অনেক ধনী আছেন যে এক জনে ঐ বিষয়ের তাবৎ ব্যয়ের আনুকূল্য করিতে পারেন—

ঐ লেখক যদি এমত কহেন যে পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনা নিমিত্ত কোন উপায় করেন নাই। উত্তর তিনি যদি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করার নাম বিদ্যালয় স্থির করিয়া থাকেন তাহাতে ইহার দিগের আর মনোযোগ হইবেক না কেননা হিন্দু কালেজে মনোযোগ করাতে বিলক্ষণ চৈতন্য হইয়াছে যদি বল বাঙ্গালা লেখা পড়ার নিমিত্ত কি ইহারা মনোযোগ করিয়া থাকেন উত্তর তাহাতে সাধারণের মনোযোগের আবশ্যকতা নাই যেহেতু অত্যল্প ব্যয়ে হইতে পারে প্রায় গ্রামে২ এক২ পাঠশালা আছে পরন্তু সংস্কৃত বিষয়ে মনোযোগ আছে কি না তাহা তাবৎ অধ্যাপক মহাশয় দিগকে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মোপলক্ষ্যে যেপ্রকার দান করিয়া থাকেন ইহার প্রতি কারণ কি তাঁহারা চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্র দিগকে অন্ন দান পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন এজন্য অন্য জ্ঞানবান কুলীন ব্রাহ্মণাপেক্ষা তাঁহারাই দান পাত্রাগ্রগণ্য হইয়াছেন ইহাতে ভূম্যাধিকারিরা অনেকেই তাঁহার দিগকে ভূমি দান করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও করিতেছেন ইহা কি ঐ লেখক মহাশয় জ্ঞাত নহেন লেখক মহাশয়ের উচিত হয় যখন হিন্দুদিগের প্রতি কোন বিষয়ে দোষ দিবার বাঞ্ছা হয় তৎকালে বিশেষ বিবেচনা করিয়া লেখিলে সাধারণের সন্তোষ হয়।

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

গত ৬ মে জানবুল পত্রে কোন মহানুভাব কলনিযেসিয়ান বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত আছি যেহেতু এদেশে ইংরাজ আসিয়া নগরে কি পল্লীগ্রামে তাবৎ স্থানে বসতিকরণপূর্ব্বক যদ্যপি কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদি করে তাহাতে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে কোন মতেই শ্রেয় নহে তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আদৌ দীন দরিদ্র কি মধ্যবর্ত্তি লোকেরদিগের উপর অত্যন্ত বল প্রকাশপূর্ব্বক ইংরাজেরা দৌরাত্ম্য করিবেক তৎ প্রমাণ এই রাজধানীতে গবরনর কৌন্সল সুপ্রিমকোর্ট পোলিস ইত্যাদিতে সিংহস্বরূপ প্রতাপান্বিত মহামহিম মহাশয়রা জাজ্বল্যমান বসিয়া থাকাতেও

এতদ্দেশীয় দিগের প্রতি গোরা লোকের দৌরাত্ম্য সর্ব্বদাই প্রায় শুনা যায় কেহ শুনিতে পান না যে অমুক বাঙ্গালি বা হিন্দু স্থানিলোক অমুক গোরাকে বড় মারিয়াছে এতদ্দেশীয় লোকেরা টুপিওয়ালা মাত্রকে সাহেব কহে সুতরাং পল্লীগ্রামের লোক ইহারদিগকে তাম্র বর্ণ ব্যাঘ্রজ্ঞান করত অত্যন্ত ভীত হয় অতএব ভীতব্যক্তির প্রতি জ্ঞানিভিন্ন কৃষকাদির দয়া হইতে পারে না বিশেষ গোরা কৃষকাদি লোক সর্ব্বদাই মত্ত এতদ্দেশীয় তত্তুল্য লোকও তাহারদিগের ন্যায় কুকর্ম্ম করিতে পারে না যেহেতু ইহারা মদ্যপ নহে এবং স্বভাবতো দীন অপর গোরা এক জন লোক নানা প্রকার কলবল দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেক তাহা এতদ্দেশীয় ২০ জনেও হওয়া ভার সুতরাং তাহাতে মজুরলোকের মধ্যে অনেকে কর্ম্ম পাইবে না... ।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২৮ ভাদ্র ১২৩৮)

জলপথে চৌকীদারের উৎপাত।—শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়েষু। আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিতেছেন তাহাতে কোন২ প্রার্থনা পূর্ণা হইয়াছে এই সাহসে কিঞ্চিৎ লিখি কলিকাতা হইতে বাহিরে যাইতে নৌকাপথে এক প্রবল শত্রু পূর্ব্বে ছিল বোম্বেটীয়া নামক ডাকাইত। মেং ব্লাকিয়র সাহেবের প্রসাদাৎ তাহারদিগের বংশ ধ্বংস হইয়াছে তৎপরে পোলিসের চৌকীর পান্সির এক দৌরাত্ম্য ছিল তাহা শ্রীযুত মেকফারলন সাহেবের শাসনে এবং শ্রীযুত কাং ষ্টীল সাহেবের বিশেষ মনোযোগে সে রোগের উপশম হইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতা ও হুগলি মুরসিদাবাদাদির কষ্টম কালেকটর তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা যে তাঁহারা * * * * বলোকন পূর্ব্বক চৌকীর পান্সি ওয়ালারদিগের উপর এক শক্ত পরবানা জারি করেন যাহাতে যাত্রির নৌকার তল্লাসি বলিয়া দুঃখ না দেয় এবং তাহারদিগের স্থানে কিছু না লয় যদ্যপিও আইন আছে কেহ বেআইন মাসুল লইতে পারে না এবং অন্যায় করিয়া দুঃখ দিতে পারে না ইহা সত্য বটে কিন্তু মহাশয় বিবেচনা করুন এই সম্মুখে শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসব উপস্থিত ইত্যুপলক্ষে এতন্নগর হইতে অনুমান লক্ষ লোক বাটী যাইবেক কেহ দুই দিন কেহ চারি দিন কেহ পাঁচ দিনের পথে যাইবেক ইহাতে কাহার আট দিনের বিদায় হইবেক কেহ বা দশদিনের ছুটি পাইবেক ইত্যাদি। তাহারা বাটী গমনকালে জোয়ারভাটা * * * *রাত্রি দিন কিছুই বিবেচনা করিবে না যাহাতে শীঘ্র গমন করিতে পারে তাহারি চেষ্টা করে সেই সময় চৌকীওয়ালারা বাগ্‌ড়া দেয় তখন কি সে ব্যক্তি বেআইন করিতেছ বলিয়া মোকদ্দমা করিতে পারে অতএব উক্ত সাহেবেরা অনুগ্রহ না করিলে উপায় নাই তাঁহারা ইহার বিশেষ বিবেচনা করিতে পারিবেন কলিকাতা হইতে বাহিরে গমনকালে হাসিলি মাল কেহই লইয়া যায় না। বরঞ্চ আগমনকালে এসন্দেহ হইতে পারে কেন না * * পুর প্রভৃতি স্থান হইতে বস্ত্রা * * * আনিতে পারে গমন * * * দ্রব্যাদির মধ্যে তাহারা এই লইয়া

যায় মোটবন্দি জিরে মরিচ সুপারি খদির পিত্তল কাঁসার বাসন প্রতিমার কারণ ডাকের সাজ সিন্দুর চুপড়ি মালা আর্শি চিরণ কৌটা ইত্যাদি এসকল দ্রব্যের মাসুল আমদানি কালে মহাজনেরা দিয়াছে * * যদি বল ইহার ক্রি রওয়ানা করিতে আর কোন উৎপাত নাই উত্তর তাহাও করিয়া দেখিয়াছি রওয়ানা জারি করিবার কালে অনেক জারি জুরি করে অতএব কষ্টম কালেক্টর সাহেবেরা ইহার সদুপায় করিবেন এবং আমার তুল্য পল্লীগ্রাম নিবাসী মহাশয়রা সকলেই ভীত হইতেছেন। পূজার সময়ে চৌকীর পাস্পিওয়ালারদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইব এজন্য কেহ বা পরমিটের কেরাণির কেহ বা দেওয়ানের সুপারিষ চিটী লইয়া যাইবে তাহার উদযোগ করিয়া থাকে একথা সত্য কি মিথ্যা উক্ত সাহেবেরা আপনং আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি—কস্যচিৎ পল্লীগ্রাম নিবাসি সরকারি ভূক্তজনস্য।

সূচীপত্র

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড—১৮১৮-৩০

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ রাষ্ট্র ও সাহিত্য কিরূপ ছিল তাহার সত্যকার পরিচয় এই গ্রন্থে আছে।

অভিমত

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার :—"ব্রজেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বে ইতিহাস-রচনায় যে-সব গুণের পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্য্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই গ্রন্থখানিকে এক দিকে সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যে এবং অপর দিকে পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছে। যুগে যুগে ('ভারতবর্ষ'—পৌষ ১৩৩৯) বঙ্গের ঐতিহাসিক ছাত্রগণ ইহার সাহায্য লইতে বাধ্য হইবে।"

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় :—"Mr. Brajendranath Banerji has been doing a public service by unearthing from the newspaper-files of a century or more ago valuable materials." (*Life and Experiences of a Bengali Chemist*, p. 377.)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি :—"যত দিন যাইবে ইহার মূল্য তত বাড়িবে।"

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—"It is a book for all libraries—family libraries and public libraries as well as personal collections of books, and I can thoroughly recommend it for perusal by all Bengali readers." (The *Amrita Bazar Patrika* for Jan. 15, 1933).

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে :—"...highly interesting and useful work,...all students interested in the cultural history of Bengal during last century will be eagerly looking forward to the continuation of these studies." (The *Modern Review* for Nov. 1932).

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন :—"বাঙ্গালীর একশত বৎসরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সাহিত্য ও সমাজের যদি একখানি নিখুঁৎ ছবি আপনারা দেখিতে চাহেন, তবে এই বহিখানি পাঠ করুন।" ('বিচিত্রা'—মাঘ ১৩৩৯)

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন :—"যিনি নিজেকে শিক্ষিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারই গৃহে এই পুস্তকখানি সযত্নে রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য; প্রত্যেক পুস্তকালয়ে এখানি স্থান প্রাপ্ত হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের দৃষ্টি এই পুস্তকখানির দিকে আকৃষ্ট হওয়া চাই। এমন উপাদেয় অমূল্য সংগ্রহের যদি যথোপযুক্ত আদর না হয়, তাহা হইলে বুঝিব, আমরা অনেক পিছাইয়া আছি, আমাদের সাহিত্য গর্ব্ব শূন্যগর্ভ।" ('বঙ্গলক্ষ্মী'—ফাল্গুন ১৩৩৯)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন :—"Such a book as this, lighting up many a dark corner, removes a longfelt need and supplies the student of history of nineteenth century Bengal with authentic facts in a permanent form." (The *Calcutta Review* for Nov.-Dec. 1932).

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস :—"অন্য যে-কোনও ইতিহাসই ছাত্রেরা পাঠ করুন, ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তকখানিকে বাদ দিলে তাঁহারা ভুল করিবেন।" ('প্রবাসী'—পৌষ ১৩৩৯)

Liberty :—"...very useful publication." (Dec. 18, 1932).

মূল্য :—পরিষদের সদস্য ২৲; শাখা-পরিষদের সদস্য ২৸৹; সাধারণ ২।৹